খবরের প্রতিবাদ

Khabare Pratibad ● Agartala ● 2nd Year ● Issue - 70 (Morning Weekly) ● RNI No -TRIBEN/2023/88193 ● Friday, 12 December, 2025 ● ২৫ অগ্রহায়ণ, শুক্রবার, ১৪৩২ বাং ● ফোন ঃ 6009513751 ● Email :khobarepratibadofficial@gmail.com ● মূল্য ঃ ৩ টাকা ● Page 4

জুবিন কনসার্ট এর পাস এর বদলে মিললো পুলিশের দাবড়ানি

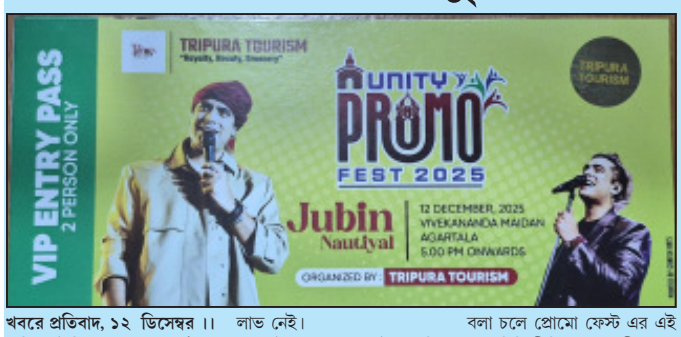

খবরে প্রতিবাদ, ১২ ডিসেম্বর ।। জুবিন নউটিয়াল এর কনসার্ট এর পাস বিলি নিয়ে ধুন্দুমার কাণ্ড ট্যুরিজম দপ্তরের সামনে। সারাদিন লাইনে দাঁড়িয়ে অবশেষে মেলেনি পাস, মিলেছে পুলিশের দাবড়ানি। হতাশা গ্রস্থ হয়ে শেষে ঘরে ফিরে যায় সারাদিন নাওয়া খাওয়া ছেড়ে লাইনে দাঁড়ানো আবাল বৃদ্ধ বনিতা সকলেই। ১২ই ডিসেম্বর। আগরতলার আস্তাবলে ঘটা করে জুবিন নউটিয়াল এর কনসার্ট এর আয়োজন হতে যাচ্ছে। আর সেই উন্মাদনায় ৯ তারিখ থেকেই ট্যুরিজম দপ্তরের বাইরে ঘণ্টার পর ঘণ্টা দাঁড়িয়ে পাস সংগ্রহ করতে চলে যায় হাজার হাজার লোক। সদর থেকে শুরু করে রাজ্যের বিভিন্ন মহকুমা থেকে মানুষ এই পাস নিতে আসেন। অনেকেই পেয়েছেন পাস। কিন্তু বৃহস্পতিবার সন্ধ্যা প্রায় ৭ টা বাজতেই মাইক যোগে জানিয়ে দেওয়া হয় যে পাস ফুরিয়ে গেছে। যারা লাইনে দাঁড়িয়ে আছেন তারা বাড়ি চলে যান। আর দাঁড়িয়ে লাভ নেই।

আর এই কথা শোনা মাত্রই সারাদিন লাইনে দাঁড়িয়ে থাকা যুবকেরা উত্তেজিত হয়ে পরে, হওয়াটাও স্বাভাবিক। আর তার পরেই তারা একজোট হয়ে পাসের জন্যে সুর চড়াতে থাকলে একটা সময় পর গেইট খুলে দেওয়া হয়। তারা ভাবে হয়তো তাদের কে পাস দেওয়া হবে। কিন্তু না, গেইটের ভেতর যেটা ঘটলো সেটা আরও নিন্দনীয়। ভেতর থেকে একজন আধিকারিক ভাগ ভাগ বলে যুবকদের তাড়িয়ে দিতে শুরু করলো। পুলিশ, বিএসএফ লাঠি হাতে নিয়ে তাদের কে তারা করতে শুরু করলো। ট্যুরিজম দপ্তর থেকে এই আচরণ পাওয়ার পর ক্রমশই সরে যেতে বাধ্য হল তারা। অবশেষে তাদের হাতে নাকি পাপন কনসার্ট এর পাস ধরিয়ে দেওয়া হয়, যা কিনা অনেক দিন আগেই চলে গেছে। রাগে ক্ষোভে চিৎকার করে তারা বলতে থাকে, " দপ্তর স্ক্যাম করেছে"। এই নিয়েও ক্ষোভে ফেটে পড়েন তারা। বলা চলে প্রোমো ফেস্ট এর এই পাস বিলি রীতিমতো স্মরণীয় হয়ে রয়ে গেল ঠিক গত বারের মতোই। একই ঘটনা বিগত বছরে ও ঘটেছিল। দপ্তরের মন্ত্রী সাংবাদিক বৈঠক করে জানিয়েছিলেন যে ৪০ হাজারের মতো পাস প্রিন্ট করানো হয়েছে। তার মধ্যে কিছুটা অংশ যদি ভিআইপি দের জন্যে আলাদা করে দেওয়া ও হয় তার পরেও ৩০ থেকে ৩৫ হাজার পাস সাধারণ মানুষের জন্যেই থাকার কথা। কিন্তু বাস্তব অর্থে ট্যুরিজম দপ্তর থেকে এই ৩ দিন ব্যাপি কি এতো পরিমাণ পাস আদৌ বিলি হয়েছে ? কেউ কেউ অভিযোগ করেছেন যে মহিলা দের কিংবা মেয়েদের বাড়তি পাস দেওয়া হয়েছে। কেউ কেউ বলছেন যে একজনই একাধিক পাস সংগ্রহ করে নিয়ে গেছেন। কেউ লাইন ছাড়াই পাস সংগ্রহ করেছেন। এধরণের বিভিন্ন কথা জনমুখে শোনা যাচ্ছে। অন্যদিকে সম্প্রতি বিজেপির মণ্ডল যুব মোর্চার এক সভাপতি নিজের সামাজিক মাধ্যমে জানান যে যারা যুব মোর্চার প্রোগ্রামে যায় তাদের জন্যে নাকি পাস আছে। বাকিদের ট্যুরিজম থেকে দেওয়া হবে। আর এখানেই উঠছে মূল প্রশ্ন। তবে কি মণ্ডল এর হাতেই চলে গেছে অধিকাংশ পাস ? যারা দলীয় কর্মী আছেন তারা ঘরে বসেই পেয়ে গেছেন এই পাস, আর বাকিরা শুধুই আশা নিয়ে বাড়ি ফিরলেন ? যদি এমনটাই হয় তবে আগে থেকেই কেন জানিয়ে দেওয়া হল না , যে এই অনুষ্ঠান শুধু তাদের জন্যে যারা বিজেপি দলের সমর্থক কিংবা বিজেপির অনুগামী দের জন্যেই। তাছাড়া পাস শেষ হয়ে যাবার পর দীর্ঘ ক্ষণ লাইনে দারানো মানুষ গুলোর সাথে এহেন ব্যবহার কতটা যৌক্তিক ? দিন শেষে জুবিন নউটিয়াল ঠিক ফিরে যাবেন। কিন্তু এ রাজ্যের মানুষ কিন্তু থাকবে এখানেই। যে বহিঃরাজ্যের পর্যটক দের আকর্ষিত করতে দপ্তর এই প্রোমো ফেস্ট এর আয়োজন করছে, সেই বিদেশীরা ফিরে যাবেন। এ রাজ্যে কিন্তু স্থায়ী হয়ে থাকবেন এখান কার মানুষই। তবে তাদের সাথে এধরণের আচরণ কি আদৌ উচিৎ ? এই ঘটনা অত্যন্ত নিন্দনীয়। যে তরুণ যুবক যুবতীরা পাস পাননি, তাদের কাছে আরও বেশি অনুতাপের বিষয় তাদের সাথে করা এই দুর্ব্যবহার। দপ্তর শালীনতার সাথে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রন করতে পারতো যা তারা করেন নি। আগামী দিনে যাতে এধরণের অনভিপ্রেত ঘটনা না ঘটে সেদিকে আরও একটু নজর দাড়ি করা হোক, আপাতত এটুকুই আর্জি আমাদের।

শান্তির বাজারে ভয়াবহ অগ্নিকাণ্ডে ছয়টি বসতঘর ও রেশন শপ পুড়ে ছাই

খবরে প্রতিবাদ, ১২ ডিসেম্বর ।। শান্তির বাজার মহকুমার অন্তর্গত মুহুড়ীপুর বাজারে গতকাল গভীর রাতে ঘটে যায় এক ভয়াবহ অগ্নিকাণ্ড। হঠাৎ ছড়িয়ে পড়া আগুন মুহূর্তের মধ্যেই প্রায় ছয়টি বসতঘর ও একটি রেশন দোকান পুড়িয়ে দেয়। প্রাথমিকভাবে ধারণা করা হচ্ছে, ক্ষয়ক্ষতির পরিমাণ লক্ষাধিক টাকা ছাড়িয়ে যাবে। বিধ্বস্ত পরিবারগুলোর প্রতি জরুরি সহায়তার দাবি জানিয়ে স্থানীয় বাসিন্দারা ইতোমধ্যে প্রশাসনের হস্তক্ষেপ কামনা করেছেন।

স্থানীয় সূত্রে জানা যায়, বাজারের একটি রেশন দোকান থেকেই আগুনের সূত্রপাত হয়। দোকানে আগুন লাগার পর তা দমে যাওয়ার আগেই আশপাশের টিনঘরগুলোতে দ্রুত ছড়িয়ে পড়ে। অগ্নিকাণ্ডের খবর পৌঁছাতেই স্থানীয়রা জোলাইবাড়ী দমকলবাহিনীকে ফোন করেন এবং নিজেরা জোট বেঁধে আগুন নিয়ন্ত্রণে আনার চেষ্টা শুরু করেন। তবে অভিযোগ উঠেছেদমকল বাহিনীর সদস্যরা যথাসময়ে ঘটনাস্থলে পৌঁছাতে ব্যর্থ হন। স্থানীয় বাসিন্দাদের দাবি, দমকল কর্মীরা সময়মতো উপস্থিত হলে ক্ষয়ক্ষতি এতটা বাড়ত না। শুধু রেশন দোকানটিই হয়তো পুড়ে ক্ষতিগ্রস্ত হতো, কিন্তু অন্যান্য ঘরবাড়ি রক্ষা করা সম্ভব ছিল। আরও অভিযোগ রয়েছে, ঘটনাস্থলে পৌঁছানো দমকলের গাড়িতে যথেষ্ট পরিমাণ পানি ছিল না এবং জেনারেটরেও নাকি তেলের ঘাটতি ছিল। এসব কারণে আগুন নিভানোর প্রাথমিক প্রচেষ্টা বাধাগ্রস্ত হয়।এতে আরও ক্ষোভ তৈরি হয়েছে স্থানীয়দের মধ্যে, কারণ একাধিক প্রত্যক্ষদর্শী দাবি করেছেনঘটনার সময় দমকল সদস্যরা দায়িত্বহীন আচরণ করেন এবং কেউ কেউ নেশাগ্রস্ত অবস্থায় ছিলেন। স্থানীয়রা অভিযোগ করেছেন, সাহায্যের দাবি জানালে দমকল কর্মীদের মধ্যে কয়েকজন তাদের সঙ্গে অশোভন আচরণ ও গালিগালাজ করেন।তবে পরে পরিস্থিতি গুরুতর হয়ে ওঠায় ঋষ্যমুখ বিলোনিয়া, সাব্রুম ও শান্তির বাজারের অতিরিক্ত দমকল বাহিনী দ্রুত ঘটনাস্থলে পৌঁছে আগুন নেভানোর কাজে অংশ নেয়। পাশাপাশি নবম বাহিনী টি এস আর জোয়ানও উদ্ধার তৎপরতায় যোগ দেয়। দীর্ঘ প্রচেষ্টার পর আগুন নিয়ন্ত্রণে এলেও আগুনের পূর্ণাঙ্গ কারণ ও মোট ক্ষতির অঙ্ক এখনো চূড়ান্তভাবে নির্ধারণ করা যায়নি। এদিকে, ক্ষতিগ্রস্ত পরিবারগুলো বর্তমানে আশ্রয়হীন অবস্থায় রয়েছে। তাই তাদের জন্য দ্রুত ত্রাণ ও পুনর্বাসনের দাবি জানিয়ে স্থানীয়রা প্রশাসনের প্রতি জরুরি পদক্ষেপ নেওয়ার আহ্বান জানিয়েছে। মুহুড়ীপুর বাজারের অগ্নিকাণ্ড স্থানীয় বাসিন্দাদের জীবনে প্রচণ্ড আঘাত এনে দিয়েছে। আগুনে একাধিক পরিবার গৃহহীন হয়ে পড়েছে এবং তাদের পুনর্বাসন এখন জরুরি প্রয়োজন। ঘটনাটিতে দমকল বাহিনীর উদাসীনতা নিয়ে যে অভিযোগ উঠেছে, তা দ্রুত তদন্ত করে দায়িত্বজ্ঞানহীনতার সত্যতা প্রমাণিত হলে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নেওয়া অপরিহার্য। একই সঙ্গে ভবিষ্যতে এমন দুর্ঘটনা এড়াতে অগ্নিনির্বাপণ ব্যবস্থার উন্নয়ন ও জনসচেতনতা বৃদ্ধির ওপর জোর দেওয়া হচ্ছে। ক্ষতিগ্রস্তদের পাশে দাঁড়িয়ে দ্রুত সহায়তা প্রদানের দাবি স্থানীয়দের মধ্যে জোরালো হয়ে উঠেছে, এবং প্রশাসনের তাৎক্ষণিক পদক্ষেপের অপেক্ষায় রয়েছে সবাই।

'জো ডর গ্যায়া সমঝো বো মর গ্যায়া' শরিক তিপরা মথাকে কটাক্ষ মুখ্যমন্ত্রীর

খবরে প্রতিবাদ, ১২ ডিসেম্বর ।। ' জো ডর গ্যায়া সমঝো বো মর গ্যায়া' — আজ ভারতীয় জনতা পার্টির চড়িলাম মন্ডলের উদ্যোগে সুতারমুড়া বাজারে আয়োজিত এক যোগদান সভায় নাম না করে এভাবেই শরিক দল তিপরা মথাকে কটাক্ষ করলেন মুখ্যমন্ত্রী প্রফেসর ডঃ মানিক সাহা। এদিনের যোগদান সভা থেকে মুখ্যমন্ত্রী বলেন, যেখানে মুখ্যমন্ত্রীর সভা হয়, সেখানে বাধা প্রদান করা হয়। কোনরকম সভা করা যাবে না। আজও একই ঘটনা চড়িলামে লক্ষ্য করা গেছে। সমস্ত দোকানপাট বন্ধ করে রাখা হয় গোটা দিনভর। তিনি বলেন, " জো ডর গ্যায়া সমঝো বো মর গ্যায়া" এ ধরনের গুন্ডামি আর কতদিন চলবে? প্রশ্ন ছুঁড়ে দেন মুখ্যমন্ত্রী। তিনি বলেন, এ ধরনের গুন্ডামি পছন্দ করেন না সাধারণ জনগণ। আগামীদিনে ত্রিপুরাতে শান্তি প্রতিষ্ঠা করার চেষ্টা চলছে। ত্রিপুরার সুনাম নষ্ট করার জন্য একটা অংশ অশান্তি সৃষ্টির জন্য কাজ করছে। কারণ তারা ধীরে ধীরে পায়ের নিচে তাদের জমি হারিয়ে ফেলছে। তিনি আরও বলেন, প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি এবং বিজেপির জাতীয় সভাপতি জে পি নাড্ডা এখানে কী চলছে সেটা পর্যবেক্ষণ করছেন। মুখ্যমন্ত্রী তথা স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী ডাঃ সাহা জানান, অপরাধীদের তালিকা তৈরি করা হচ্ছে। সভায় বক্তব্য রাখতে গিয়ে মুখ্যমন্ত্রী ডাঃ সাহা আরো বলেন, সাধারণ মানুষ উশৃঙ্খলতা, গুন্ডামি মেনে নেবে না। আমরা ত্রিপুরায় শান্তি চাই। ভারতবর্ষে ত্রিপুরা একটি শান্তিপূর্ণ রাজ্য হিসেবে পরিচিত। কিন্তু কিছু লোক অশান্তি সৃষ্টি করে ত্রিপুরার নাম বদনাম করার জন্য তৎপর রয়েছে। ত্রিপুরা রাজ্যের আইন শৃঙ্খলা কিভাবে বিনষ্ট করা যায় সেই চেষ্টা করছে তারা। তারা ধীরে ধীরে পায়ের নিচে তাদের জমি হারাচ্ছে। কিছু লোক বলছে ২০২৩ নির্বাচনে যদি আমরা বিভিন্ন জায়গায় আমাদের পার্টি থেকে লোক না দিতাম তবে এই সরকার হতো না। তাই আমি তাদের মনে করিয়ে দিতে চাই ২০১৮ নির্বাচনে আপনারা কোথায় ছিলেন? তখন তো আপনাদের দেখা যায় নি! তখন কি করে ভারতীয় জনতা পার্টির সরকার ত্রিপুরায় গঠিত হয়েছে? প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির আশীর্বাদে সেটা সম্ভব হয়েছে। মোদি আছেন বলে সবকিছু সম্ভব। মোদি এবং বিজেপির জাতীয় সভাপতি জে পি নাড্ডাও সবকিছু দেখছেন। অপরাধীদের একটি তালিকা প্রস্তুত করা হচ্ছে এবং আমি তাদের সতর্ক করতে চাই। মানুষের অধিকার ক্ষুন্ন করার চেষ্টা করবেন না। আমি মানুষের কাছে বিজেপিতে যোগদানের আহ্বান জানাই। কারণ কিছু মানুষ ভুল দিশায় যাচ্ছে। কিছু স্বার্থান্বেষী অংশের জন্য জনজাতি অংশের মানুষ বিভ্রান্ত হচ্ছে। বক্তব্যে মুখ্যমন্ত্রী বলেন, প্রয়াত প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রী অটল বিহারী বাজপেয়ীর আমলে, জনজাতিদের জন্য একটি পৃথক দপ্তর খোলা হয়েছিল এবং এখন প্রধানমন্ত্রী মোদি এর জন্য কাজ করছেন। আমরাও প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির নির্দেশ অনুসরণ করে কাজ করছি। আমরা অনেক প্রকল্প বাস্তবায়ন করছি এবং জনজাতিদের জন্য তহবিল সরবরাহ করছি। বিজেপি সব জায়গায় যাবে, কেউ আমাদের আটকাতে পারবে না। সিপিএম-এর সমর্থনপুষ্ট কিছু মানুষ স্থানীয় পার্টিতে যোগ দিয়ে সমস্যা তৈরি করছে। ২০২১ সালের এডিসি নির্বাচনের সময়, বিজেপি কার্যকর্তাগণ আক্রমণের মুখে পড়েছিল। কিন্তু এখন আর সেরকম সুযোগ নেই। আমরা আইন অনুযায়ী কঠোর ব্যবস্থা নেব। আমরা এই ধরনের রাজনীতিকে সমর্থন করি না। কারণ মানুষ শান্তি চায়।

মুখ্যমন্ত্রী ডাঃ সাহা স্থানীয় রাজনৈতিক দলগুলিকে আরও সতর্ক করে দিয়ে বলেন যে সিপিএম সমর্থিত দুষ্কৃতিরা স্থানীয় পার্টিতে যোগদান করে অশান্তি সৃষ্টি করার উদ্দেশ্যে কাজ করছে। তিনি বলেন, আমরা জোটের নিয়ম বজায় রাখছি। আমরা এডিসির জন্য প্রচুর পরিমাণে তহবিল দিচ্ছি। সাম্প্রদায়িক সুড়সুড়ি দিয়ে কেউ ঐক্য তৈরি করতে পারে না। কিংবা পেশীশক্তি দিয়ে সবকিছু অর্জন করতে পারে না। তাই যে শক্তির প্রয়োজনই হোক না কেন, আমরা শান্তি বজায় রাখার জন্য সেটা ব্যবহার করবো। সভায় উপস্থিত ছিলেন ভারতীয় জনতা পার্টির প্রদেশ সাধারণ সম্পাদক বিপিন দেববর্মা, প্রদেশ সম্পাদক ডেভিড দেববর্মা, যুব মোর্চার প্রদেশ নেতা নবাদল বণিক, সিপাহীজলা জেলার জেলাধিপতি সুপ্রিয়া দাস দত্ত, সিপাহীজলা জেলা উত্তরের সভাপতি বিপ্লব চক্রবর্তী, মন্ডল সভাপতি তাপস দাস, জনজাতি মোর্চার জেলা সভাপতি সহ অন্যান্য নেতৃত্ব।

দুর্নীতির বিরুদ্ধে আওয়াজ তুলে থানার দ্বারস্থ জনতা

খবরে প্রতিবাদ, ১২ ডিসেম্বর ।। রাজধানীর নিকটবর্তী চৌমুহনী বাজার গ্রাম

পঞ্চায়েতের পাশে ওবাল কোম্পানীর একটি মার্কেট শেড এবং কমিউনিটি হল নির্মাণের কাজ শুরু হয় ৮ কোটি ৫০ লক্ষ টাকা বাজেটে। এই কাজ দুই বছর আগে শুরু হয়। স্থানীয় জনগণ ক্ষোভের সঙ্গে জানান কাজের গুণগত মান অতিব খারাপ। এই নিয়ে পঞ্চায়েত কর্তৃপক্ষকে বারবার অভিযোগ জানানোর পরও কাজের কাজ কিছু হয়নি। গুনগত মান বজায় না রাখায় কাজটি বন্ধ করে দেন এলাকাবাসী। সেইসঙ্গে জনস্বার্থে অভিযোগ জানান আমতলী থানায়। এদিন সাংবাদিকদের ডেকে এই বিষয়ে বিস্তারিত জানান এলাকাবাসী। তাদের অভিযোগ ডুকলি পঞ্চায়েত সমিতির চেয়ারম্যান সরেজমিনে পরিদর্শন করে নিম্ন মানের কাজের কথা স্বীকার করেছেন।এলাকাবাসীর দাবি গুনগত মান বজায় রেখে যেন কাজ সম্পন্ন করা হয়।

শিশু বিহার কাণ্ডে স্বস্তি নিখোঁজ এক বছরের শিশু উদ্ধার

খবরে প্রতিবাদ, ১২ ডিসেম্বর ।। রাজধানী আগরতলায় শিশু বিহার এলাকায় বুধবার সন্ধ্যায় ঘটে যায় এক বিভীষিকাময় ঘটনা, যা মুহূর্তেই শহরজুড়ে ছড়িয়ে দেয় আতঙ্ক ও উত্তেজনা। প্রকাশ্য রাস্তায় মাত্র এক বছরের এক নবজাতককে কোলে তুলে নিয়ে উধাও হয়ে যায় এক অজ্ঞাতপরিচয় মহিলা। চোখের সামনে সন্তানকে হারিয়ে ভেঙে পড়েন আমতলী বাজার এলাকার এক অসহায় মা, যিনি জীবিকার তাগিদে প্রতিদিনই দুই সন্তানকে নিয়ে শহরে ভিক্ষা করতে আসেন। অসুস্থ স্বামীর চিকিৎসা ও সংসারের বোঝা টানতে বাধ্য হয়েই তার এই কঠিন পথচলা। ঘটনার দিন সন্ধ্যায় ওই মা শিশু বিহার স্কুলসংলগ্ন এলাকায় বড় ছেলে, মাত্র পাঁচ বছরের শিশুটির কাছে নবজাতককে রেখে ওয়াশরুমে যান। কয়েক মিনিট পর ফিরে এসে দেখেন, তার শিশু নেই। কান্নাভেজা কণ্ঠে বড় ছেলে জানায়এক অচেনা মহিলা তার ছোট ভাইকে কোলে তুলে রিকশায় উঠে দ্রুত সরে পড়ে। সঙ্গে সঙ্গেই এলাকায় শুরু হয় চিৎকার-চেঁচামেচি; চারদিকে ছড়িয়ে পড়ে উৎকণ্ঠা। স্থানীয়দের আশঙ্কা ছিলএটি কোনো শিশু পাচার চক্রের কাজ হতে পারে। তাই পুলিশ এলাকায় থাকা সিসিটিভি ফুটেজ সংগ্রহ করে, সম্ভাব্য রুটগুলো চিহ্নিত করে দ্রুত অনুসন্ধান চালায়। শহরের বিভিন্ন জায়গায় নাকা চেকিংও জোরদার করা হয়। অবশেষে পুলিশি তৎপরতার ফল মিলেছে আজ। পশ্চিম আগরতলা থানার কর্মকর্তারা জানান, রাতভর তল্লাশি ও সূত্র ধরে তদন্তের পর তারা নবজাতককে উদ্ধার করতে সক্ষম হন। শিশুটিকে সুস্থ অবস্থায় মায়ের কোলে ফিরিয়ে দেওয়া হয়েছে। সন্তানের মুখ দেখে মায়ের কান্না এবার স্বস্তিরআরো অনেকের চোখে ভেসে ওঠে স্বস্তির নিঃশ্বাস। এই দ্রুত উদ্ধার অভিযান পুলিশের কার্যকর পদক্ষেপেরই প্রমাণ বলে মনে করছেন স্থানীয়রা। যদিও ঘটনার পর থেকে শহরজুড়ে শিশু নিরাপত্তা নিয়ে নতুন করে আলোচনার ঢেউ উঠেছে। তবুও সবার প্রত্যাশাঅপরাধীর সঠিক পরিচয় উদ্ঘাটন হোক এবং ভবিষ্যতে এ ধরনের ঘটনা রোধে আরও কড়া নজরদারি নিশ্চিত করা হোক।

কৈলাসহর গোবিন্দপুর এলাকায় নগদ অর্থ সহ স্বর্ণালংকার চুরি

খবরে প্রতিবাদ, ১২ ডিসেম্বর ।। কৈলাসহর পুরপরিষদের অধীনে গোবিন্দপুর ১২ নং ওয়ার্ড এলাকায় একটি বাড়িতে দুঃসাহসিক চুরি-কাণ্ড সংঘটিত করে চোরের দল। ঘটনার বিবরণে জানা যায় ওই এলাকার বাসিন্দা অভিজিৎ রায় এবং উনার স্ত্রী উনারা দুনজনই সরকারি কর্মচারী , বৃহস্পতিবার সকাল বেলা উনারা অফিসে চলে যান ঘরে তালা মেরে এদিন বিকেলবেলা অভিজিৎ বাবু প্রাকৃতিক কাজ করতে বাড়িতে আসেন। তিনি এসে ঘরের তালা খোলার সময় দেখতে পান যে তালা খুলছে না এরপর তিনি দেখতে পান জানালা ভাঙ্গা পরবর্তী সময় তিনি ঘরের ভেতর প্রবেশ করে দেখতে পান, জিনিসপত্র সব এলোমেলো করে রাখা আলমারি গুলো খোলা ঘরের সব লাইট জালানো। তখন আর উনার বুঝতে অসুবিধা হয়নি যে উনার বাড়িতে চুরি কান্ড সংগঠিত হয়েছে এরপর উনি চিৎকার চেঁচামেচি করলে এলাকার মানুষ এসে সাথে সাথে জড়ো হয় উনার বাড়িতে। নগদ প্রায় ৪০ হাজার টাকা সহ স্বর্ণালংকার হাতিয়ে নেয় চোরের দল, পরবর্তী সময় খবর পাঠানো হয় কৈলাসহর থানায় ঘটনাস্থলে ছুটে যায় ছজ্জ কিংকর পালের নেতৃত্বে পুলিশ ও টিএসার বাহিনী গিয়ে ঘটনার তদন্ত শুরু করে। অভিজিৎ বাবু জানান বিগত সাত থেকে আট মাস পূর্বে উনার বাড়িতে চোরের দল এসেছিল চুরি করতে কিন্তু এলাকাবাসীদের নজরে আসলে তারা ঘটনাস্থল থেকে পালিয়ে যায়, আজ জানালা ভেঙ্গে ঘরের ভেতর প্রবেশ করে চোরেরা তিনি জানান উনার ছেলে দেরাদুনে পড়াশোনার সুবাদে থাকে ঘরে প্রায় ৪০ হাজার টাকা রাখা ছিল উনার ছেলের সেমিস্টার ফি দেবার জন্য। তবে দিনে দুপুরে এভাবে চুরি কান্ড হওয়ায় আতঙ্কে রয়েছে এলাকার মানুষ, পাশাপাশি শহরের মধ্যে ঘন ঘন এইভাবে চুরি কাণ্ড হওয়ার কারণে শহরের জনগণ পুলিশের ভূমিকা নিয়েও প্রশ্ন তুলতে শুরু করেছে, এখন দেখার বিষয় হল পুলিশ এই চুরি কাণ্ড নিয়ে কি ভূমিকা গ্রহণ করে সেদিকেই তাকিয়ে রয়েছে এলাকার মানুষ।

বিপ্লব দেব এর বিরুদ্ধে মানহানির মামলা করলেন বিরোধী দলনেতা

খবরে প্রতিবাদ, ১২ ডিসেম্বর ।। ত্রিপুরার রাজনৈতিক অঙ্গনে আবারও উত্তাপ বাড়ল। সিপিআই(এম) রাজ্য সম্পাদক জীতেন্দ্র চৌধুরী এবার আদালতের দ্বারস্থ হয়েছেন বিজেপি নেতা ও প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী বিপ্লব

কুমার দেবের বিরুদ্ধে। দলীয় ইমেজ ক্ষুণ্ণ করার অভিযোগে বিপ্লব দেবের বিরুদ্ধে মানহানির মামলা দায়ের করেন তিনি। জীতেন্দ্র চৌধুরীর অভিযোগ, ২০২৫ সালে গন্ধিগ্রামে একটি ধর্মীয় অনুষ্ঠানে বিপ্লব দেব এমন মন্তব্য করেন, যা বাস্তবের সঙ্গে সম্পূর্ণ বেমানান, ভিত্তিহীন ও 'সম্পূর্ণ বানানো'। তিনি দাবি করেন, সিপিআই(এম)-এর নেতৃত্বাধীন বাম সরকারের সময় মাতাবাড়ি মন্দিরের দানবাক্স থেকে অর্থ চুরি হয়েছে এবং সেখানে নাকি ভেজাল জিনিস রাখা হয়েছে এমন অভিযোগ তোলেন বিপ্লব দেব। জিতেন চৌধুরীর কথায়, "এই বক্তব্য শুধু মিথ্যাই নয়, আমাদের দলের ভাবমূর্তি নষ্ট করার উদ্দেশ্যেই করা হয়েছিল।"ঘটনার পরপরই সিপিআই(এম) পক্ষ থেকে প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রীর মন্তব্যের প্রমাণ অথবা ক্ষমা প্রার্থনার দাবি জানানো হয়। কিন্তু বিপ্লব দেব কোনওটিরই জবাব দেননি। এরপর দলীয় তরফে পাঠানো হয় আইনজীবীর নোটিস, কুরিয়ারে চিঠি এবং তথাকথিত 'ইয়াং বুক'। তবুও কোনও প্রতিক্রিয়া না মেলায় শেষ পর্যন্ত আদালতের পথ বেছে নিতে বাধ্য হন জীতেন্দ্র চৌধুরী।সিপিআই(এম) নেতৃত্বের দাবি, মিথ্যা অভিযোগে দেশের প্রচলিত আইনের দৃষ্টিতে গুরুতর অপরাধ। এতে দলের কোটি কোটি সমর্থকের অনুভূতিতে আঘাত লেগেছে এবং রাজনৈতিকভাবে ক্ষতিসাধনের চেষ্টা করা হয়েছে। তাঁদের বক্তব্য, "দলের সুনাম রক্ষা ও সত্য প্রতিষ্ঠার স্বার্থেই আমরা আইনি পদক্ষেপ নিয়েছি। এদিন আদালত চত্বরে সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে জীতেন্দ্র চৌধুরী স্পষ্ট জানান, "আমরা ন্যায়বিচার চাই। মিথ্যার রাজনীতি বরদাস্ত করা হবে না।"ঘটনা ঘিরে ত্রিপুরার রাজনৈতিক মহলে তুমুল আলোচনা শুরু হয়েছে। এখন নজর থাকবে আদালতের পরবর্তী নির্দেশের দিকে।

জুবিন নউটিয়াল এর বিশাল ভক্ত, রাজ্যের এক মাইক্রো আর্টিস্ট বিশাল বর্মণ

খবরে প্রতিবাদ, ১২ ডিসেম্বর ।। ভক্তের নাম বিশাল বর্মন। তিনি একজন মাইক্রো আর্টিস্ট। ছোট ছোট জিনিসে ছবি আঁকা তার নেশা। প্রোমো ফেস্ট উপলক্ষে তিনি কুমড়োর বীজে জুবিন

নউটিয়াল এর ছবি একেছেন। তাও আবার খালি চোখে। আগামী ১২ই ডিসেম্বর শুক্রবার বলিউড সিঙ্গার জুবিন নটিয়ালের কনসার্ট রয়েছে আস্তাবলে। রাজ্যে তার এই প্রথম বারের মতো আগমন কে কেন্দ্র করে ব্যাপক উৎসাহিত বিশাল বর্মণ। আর তাই জুবিন নউটিয়াল কে উপহার স্বরূপ এটি তুলে দেবার জন্যে নিজের ব্যাপক আগ্রহন প্রকাশ করেছেন বিশাল। তাই বৃহস্পতিবার পর্যটন দপ্তরে গিয়ে ছবিটি দেখিয়েছেন তিনি। দপ্তর কর্তারা নাকি তাকে আশ্বস্ত করেছেন আগামীকাল অনুষ্ঠান মঞ্চে শিল্পী জুবিন নটিয়ালের হাতে ছবিটি তুলে দেওয়ার সুযোগ করে দেবেন তাকে। এতে খুবই খুশি বিশাল বর্মন।

সম্পাদকীয়

২ বর্ষ, শুক্রবার, ২৫ অগ্রহায়ণ, ১৪৩২ বাংলা

অবাক পৃথিবী

বিশ্বের অর্ধেকের বেশি দেশে অশান্তি। যুদ্ধ, গৃহযুদ্ধ। গণ-অসন্তোষ। মধ্যপ্রাচ্য থেকে কোরিয়ান উপদ্বীপ। রাশিয়া থেকে আফ্রিকা, অশান্তি। শান্তিতে নেই বাংলাদেশ। যদি এদিকে ওদিককার মত পরিস্থিতি তৈরি হয়, তবে সেটি বাংলাদেশ থেকেই শুরু হবার সম্ভাবনা। তথাকথিত আরব বসন্ত থেকে এ শতাব্দীর ব্যাপকতম অশান্তির সূত্রপাত। ইজরায়েল-আরব থামতে না থামতেই শুরু হয়ে গেল সিরিয়ার অশান্তি। হঠাৎ মার্শল ল জারি হয়ে গেল দক্ষিণ কোরিয়ায়। আরব বসন্তের রূপটি বিচিত্র। কোনও বিশেষ দল বা সংগঠন নয়, আপাতদৃষ্টিতে জনগণের অসন্তোষ দিয়েই শুরু হয়েছিল সব। সরকার ফেলে দেওয়া, সরকার প্রধানের পলায়ন। সবই স্বতঃস্ফূর্ত আন্দোলনের রূপ ধরে এসেছে। পরে দেখা গিয়েছে এ-সবই 'মেটিকুলাসলি ডিজাইনড'। এসব ডিজাইন করে কার লাভ হচ্ছে? ইউনুসকথিত এই মেটিকুলাস পদক্ষেপ কার কাজে এল বাংলাদেশে? বলা বাহুল্য তিনি নিজেও আজ একা এবং প্রায় নিষ্ক্রিয়। ট্রাম্প সাংবিধানিক পদ্ধতিতে যথাসময়ে হোয়াইট হাউসে গেলে ঠিক কী হবে তা বুঝতে পারছেন না। মোটামুটি সারা বিশ্ব সেদিকে তাকিয়ে। স্বতঃস্ফূর্ততার এই নবীন রাজনীতিও যে শেষ অবধি আমেরিকার উপর নির্ভরশীল তা প্রমাণিত। ক্ষমতাকেন্দ্র এখনও ধরে রেখেছে তারা। তাহলে এসব করার অর্থ কী? কেন করা হচ্ছে? সেটাই বিস্ময়। তথাকথিত আরব বসন্তের অনুকরণ করে কোনও দেশই স্থায়ী কিছু করতে পারছে না, অরাজকতা আর গৃহযুদ্ধ ছাড়া কিছুই এল না হাতে।

পরিষেবা

হাসপাতাল ঃ জিবি ঃ ২৩৫-৫৮৮৮ টি এম সি ঃ ২৩৭০৫০৪ চক্ষুব্যাঙ্ক ঃ ৯৪৩৬৪৬২৮০০। **অ্যাম্বুলেন্স ঃ** রামঠাকুর সংঘ ঃ ৬০০৯২২৪৪০৫, ৯৭৭৪১১৩২৬৯, ব্লু লোটাস ক্লাব ঃ ৯৪৩৬৫৬৮২৫৬, সেন্ট্রাল রোড যুব সংস্থা ঃ ৭৬৪২৮৪৪৬৫৬, রিলিভার্স ঃ ৯৮৬২৭৬৭৪২৮ কর্ণেল চৌমুহনী যুব সংস্থা ঃ ৯৮৬২৫৭০১১৬/ সংহতি ক্লাব ঃ ৮৭৯৪১৬ ৮২৮১, রামকৃষ্ণ ক্লাবঃ ৮৭৯৪১ ৬৮ ২৮১ শতদল সংঘ ঃ ৯৮৬২৯৩৯৭৮০, প্রগতি সংঘ (পূর্ব আড়ালিয়া) ৯৭৭৪১১৬ ৬২৪, চাইল্ড লাইন ঃ ১০৯৮ (টোলফ্রিঃ ২৪ ঘন্টা)। ব্লাড ব্যাঙ্ক ঃ জিবি ঃ ২৩৫-৬২৮৮ (পি বি এক্স), আই জি এম ঃ ২৩২-৫৭৩৬, আই এল এস ঃ ৮৯৭৪০৫০৩০০ কসমোপলিটন ক্লাব ঃ ৯৭৭৪৩১৭৫৩৮, তরুন সংঘ ঃ ৮৮৩৭৩০৩৫৪৬, ৯৭৭৪১৬৪০১৯, ৮৭৯৪৫৩৪৭৫৮। শববাহী যান ঃ ত্রিপুরা নির্মাণ শ্রমিক ইউনিয়ন- ৮২৫৬৯৯৭১৯৫, ইন্টিগ্রেটেড ইয়থস অব ত্রিপুরা ঃ ৯৪৩৬৯৩১৬০৮, সেন্ট্রালরোড যুব সংস্থা - ৭৬৪২৮৪৪৬৫৬, সমাজ কল্যাণ সংঘ - ৯৭৭৪৬৭০২৪২, ব্লু লোটাস ক্লাব-৯৪৩৬৫ ৬৮২৫৬ ত্রিপুরা ট্রাক ওনার্স সিন্ডিকেট ঃ ২৩৮-৫৮৫২, ত্রিপুরা ট্রাক অপারেটর্স এসোসিয়েশন ঃ ২৩৮-৬৪২৬, রিলিভার্স ঃ ৮৮৩৭০৫৯৫৯৮, সূর্য তোরণ ক্লাব (দুর্গা চৌমুহনী) ঃ ৮৭২৯৯১১২৩৬, আগন্তুক ক্লাব ঃ ৭০০৫৪৬০০৩৫/৯৪৩৬৫৯১৮৯১, নব অঙ্গীকার ঃ ৯৮৫৬৩৪৫৪৭৫, ফায়ার সার্ভিস ঃ প্রধান স্টেশন ঃ ১০১/ ২৩২-৫৬৩০, বাধারঘাট ঃ ১০১/ ২৩৭-৪৩৩৩, কুঞ্জবন ঃ ২৩৫-৩১০১, মহারাজগঞ্জ বাজার ঃ ২৩৮ ৩১০১ পুলিশ ঃ পশ্চিম থানা ঃ ২৩৮-৫৭৬৫, পূর্ব থানা ঃ ২৩২-৫৭৭৪, আমতলী থানা ঃ ২৩৭-০৩৮৫, এয়ারপোর্ট থানা ঃ ২৩৪-২২৫৮, সিটি কন্ট্রোল ঃ ২৩২-৫৭৮৪, বিদ্যুৎ ঃ ১৯১২, বিমানবন্দর এয়ার ইণ্ডিয়া ঃ ৯৪৩৬১২৪৪৯২, এয়ার ইণ্ডিয়া টোল ফ্রি নম্বর ঃ ১৮৬০-২৩৩-১৪০৭, ১৮০০-১৮০-১৪০৭, ইণ্ডিগো ঃ ২৩৪-১২৬৩, রেল সার্ভিস ঃ রিজার্ভেশন ঃ ২৩২-৫৫৩৩ আন্তর্জাতিক বাস সার্ভিস ঃ টি আর টি সি বিল্ডিং ঃ ২৩২-৫৬৮৫।

যখন দিন বদলের পালা শুরু হয়

কালচক্রের পরিবর্তনের ফলে দিন যায় দিন আসে, মাস যায় মাস আসে, বছর শেষ হয়ে যায়, নতুন বছরের নতুন আলো, নতুন উদ্দীপনা এবং প্রগতি নতুন ভাবে। আর্বিভূত হয়। আর বিগতকে পিছনে ফেলে হয় নতুনের আর্বিভাব। ইহাই সংসারের নিয়ম। কালচক্রের এই পর্যায়ক্রমিক নিয়মের কোন ব্যতিক্রম ঘটে না। চিরাচরিত ভাবে সংসারে এই নিয়ম ঘটে চলেছে, চলছে এবং চলবে, ইহাতে সন্দেহের কোন অবকাশ থাকার অপেক্ষা রাখে না প্রকৃতির এই সংসারে। কালচক্রের অর্থাৎ ঋতু পর্যায়ের নিয়ম অনুযায়ী বর্তমানে শীতকাল চলছে। শীত মানুষের জীবন যাত্রার ক্ষেত্রে বাধা এবং বিপত্তির কারণ হতে পারে একটা নির্দিষ্ট পর্যায়ক্রমিক সময় অবধি। এই শীত ঋতুতে দেখা যায়, যে প্রচন্ড ভাবে শৈত্য প্রবাহ এবং পার্বত্য অঞ্চলে তুষার পাতের ফলে জন জীবন বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়ে। অনেক সময় দেখা যায় এই শীতকালীন শৈত্য প্রবাহের কারণে মানুষের প্রাণ সংশয় হতে দেখা যায়। আর তুষার পাতের ফলে মানুষের সমাজ জীবনে বা জন জীবনে কর্ম ক্ষমতা সীমাবদ্ধ করে দেয় যার ফলে মানুষের স্বাভাবিক কাজকর্ম বাধা প্রাপ্ত হয়। এই শীতের ঋতুতে মানুষ বিরক্তিকর ভাবে জীবনযাপন করে চলেন। যেখানে অন্য কোন বিকল্প পথ খোলা থাকে না, সেখানে মানুষ সেই অবস্থাকে মানিয়ে চলতেই হয় অবস্থা যতই কঠিন হোক। আর কঠিন পরিস্থিতির কারণে হয়তো কর্মের গতি কমে যায় মানুষের মনের গড়িমসির কারণে কর্মের গতি মন্থর হতে পারে কিন্তু মানুষের দৈনন্দিন জীবনের কর্ম থেমে থাকে না। তাহলে ক্ষেত্র বিশেষ কালের প্রভাবে এবং শীত কালের অসামঞ্জস্য পূর্ণ আবহাওয়ার কারণে মানব জীবনের সহনশীলতাকে টলিয়ে দেয় বিপরীতধর্মী আবহাওয়া সময়ের ক্রমিকপর্যায়। মানব সভ্য প্রকৃতির হাতের পুতুল সদৃশ্য এই সংসার এবং সমাজ জীবনে। আর প্রকৃতির এই পর্যায়ক্রম ব্যবস্থা ক্ষণস্থায়ী। প্রকৃতির এই সংসারে বা সমাজ জীবনে কোন কিছুই চিরস্থায়ী হয় না। সময় আসে, আর সময় চলে যায় আর দিন আসে এবং দিনেরও অবসান ঘটে। উপরে উল্লেখিত শিরোনাম অনুযায়ী বলা যায় এই সংসারে সব কিছুই পরিবর্তনশীল। আজ সমাজে এবং সংসার জীবনে যে হত-দরিদ্র অবস্থায় দিন যাপন করে চলেছেন হয়তো যখন দিন বদলের পালা ঘটবে, সেই দারিদ্রতা ব্যক্তি জীবন থেকে দূরীভূত হতেও পারে। আবার নাও হতে পারে।

ফাস্ট ফুড খান, গল্পটা জানেন তো ?

কাকলি বড়ুয়া

পৃথিবীতে ফাস্ট ফুডের অস্তিত্বকে যেমন অস্বীকার করা যায় না, তেমনি এর নেতিবাচকতাকেও। বার্গার, পিৎজা, চিকেন ফ্রাই; অর্থাৎ ফাস্ট ফুড নামে পরিচিত খাবারগুলো ছাড়া পৃথিবীর কথা চিন্তা করলে সবকিছু পানসে লাগতে থাকবে। তাই তো? অথচ এগুলোর বিরুদ্ধে সারাক্ষণ নানান কথা শুনতে হয় আমাদের। হ্যাঁ, পৃথিবীতে ফাস্ট ফুডের অস্তিত্বকে যেমন অস্বীকার করা যায় না, তেমনি এর নেতিবাচকতাকেও। এটাই বাস্তব আসলে। এটা সেই 'জেনেশুনে বিষ পান' করার মতো অবস্থা।কিন্তু স্বীকার করতে হবে, ফাস্ট ফুড নামে পরিচিত খাবারগুলো তাদের ইতি ও নেতিউভয় বাচকতা দিয়ে পৃথিবী জয় করেছে। হয়ে উঠেছে আধুনিক জীবনের সঙ্গী। তাই এর পেছনের গল্পগুলো এখনো আমাদের টানে। সেই গল্পই আজ।জানেন কি, মিল্কশেক প্রথমে ছিল হুইস্কি আর ডিম দিয়ে তৈরি এক 'স্বাস্থ্যকর পানীয়'! এরপর এক আমেরিকান তাতে ওয়ালথ্রিনস আইসক্রিম মেশানো শুরু করলেন। তারপর তৈরি হলো

আর আমরা তাতে মজে আসছে।বনরুটির ভেতর এ রইলাম। এদিকে অনিয়ন রিং মানে পেঁয়াজের আংটিও নতুন কোনো খাবার নয়। এর ধারণা পাওয়া যায় সেই ১৮ শতকে। বর্তমানের জনপ্রিয় আরেক খাবার টাকোজ কীভাবে এসেছে জানেন? এর ধারণা এসেছে মেক্সিকান খনিশ্রমিকদের খাবারের অভ্যাস থেকে। তাঁরা রুটির সঙ্গে মাংসের সহজ খাবার হিসেবে যা খেতেন, সেখানে থেকে টাকোজের আইডিয়া এসেছে; যা আজ হয়ে গেছে গ্লোবাল ট্রেন্ড।

বার্গারের জন্ম কিভাবে খোঁজ করতে গেলে একটি নতুন ইতিহাস বেরিয়ে এক আলাদা সাম্রাজ্য! সেই সাম্রাজ্যে থাকে মুরগি, বা সবজির পেটি। থাকে হরেক রকম সস, ঝাল, পেঁয়াজ, লেটুসপাতাআরও কত কী! কিন্তু আজকের দিনে দাঁড়িয়ে আমরা যে ধরনের বার্গার খাই, সেটা কি শুরু থেকে এমন ছিল? উত্তর হলোনা।

আজকের বার্গার আসলে অনেক যুগের পরিবর্তনের ভেতর দিয়ে এসেছে। কেউ বলে, মঙ্গল যোদ্ধারা ঘোড়ার নিচে রেখে মাংস নরম করত, সেটিই হয়েছে বার্গারের পেটি। কেউ আবার রোমানদের প্যাটির কথা বলেন। তবে 'হ্যামবার্গ স্টেক' প্যাটি তৈরি করত, সেটিই আমেরিকায় এসে হয়ে ওঠে 'হ্যাম বার্গার'। ১৯০০ সালে কানেটিকাটের এক ছোট্ট রেস্টুরেন্টের পাচক লুইস লাসেন নাকি প্রথমবার গ্রাউন্ড বিফের প্যাটিকে দুই টুকরো পাউরুটির মাঝে পুরে দিয়েছিলেন। সেই থেকে শুরু এর যাত্রা। বাকিটা তো ইতিহাসই !চিকেন নাগেটস কিন্তু মোটেও প্রাচীন খাবার নয়। ১৯৬৩ সালে রবার্ট সি. বেকার নামে কর্নেল বিশ্ববিদ্যালয়ের এক অধ্যাপক নিজের ল্যাবে তৈরি করেন মুরগির সোনালি টুকরাগুলো। এরপর আশির দশকে ম্যাকডোনাল্ডস একে বাজারে আনে। তখন থেকে চিকেন নাগেটস আমাদের হৃদয়ে রাজত্ব করে আসছে। সেই ল্যাবে তৈরি খাবারটি এখন পৃথিবীর যেকোনো দেশের গলিতেই পাওয়া যায়।

হট ডগ নিয়ে জার্মান ও অস্ট্রিয়ার মধ্যে 'কালচারাল' বিতর্ক আছে। কেউ বলে ফ্রাঙ্কফুর্ট, কেউ বলে ভিয়েনা। মানে, এর জন্মভূমি। তবে আমেরিকায় এর যাত্রা শুরু হয় নিউইয়র্কে জার্মান অভিবাসীদের হাত ধরে। কনি আইল্যান্ডে চার্লস ফেল্টম্যান নামের এক ভদ্রলোক নাকি প্রথম হট ডগ বানের ভেতরে পুরে দেন! পরে সেই স্টলেই জন্ম নেয় বিখ্যাত নাথান'স হট ডগ!নাম ফ্রেঞ্চ হলেও ইতিহাস বলছে, বেলজিয়ামের দিকে জন্ম ফ্রেঞ্চ ফ্রাইয়ের। বেলজিয়ামের নামুর শহরে ঠান্ডায় নদী জমে গেলে মানুষ মাছের বদলে আলু ভেজে খাওয়া শুরু করে। সেখান থেকে জন্ম নেয় ফ্রেঞ্চ ফ্রাই। তবে আমেরিকায় এই ফ্রাইয়ের খ্যাতি বাড়ে থমাস জেফারসনের হাত ধরে। তিনি ফ্রান্স থেকে 'ফ্রেঞ্চ ফ্রাই'য়ের রেসিপি আমদানি করেন। ম্যাকডোনাল্ডস যখন ১৯৪৯ সালে তাদের মেনুতে এই খাবার অন্তর্ভুক্ত করে, তখন থেকে এটি ফাস্ট ফুডের অবিচ্ছেদ্য অংশ হয়ে ওঠে।প্রাচীন রোমানরা পাউরুটির ওপর টপিং দিত। সেটাকেই কেউ কেউ পিৎজার প্রাথমিক উৎস বলে মনে করেন। তবে আধুনিক পিৎজার জন্ম আঠারো শতকে, ইতালির নেপলস শহরে। সেই দেশের রানি মার্গারিটার জন্য তৈরি হয় টমেটো, মোজারেলা আর তুলসীর এক বিশেষ পিৎজা। যেটি পরে 'মার্গারিটা পিৎজা' নামে বিখ্যাত হয়। ইতালিয়ান অভিবাসীরা পিৎজা নিয়ে যায় আমেরিকায়। নিউইয়র্কের লম্বার্ডি'স নামের রেস্টুরেন্ট প্রথম কমার্শিয়াল পিৎজা বিক্রি শুরু করে ১৯০৫ সালে।ডোনাটের ইতিহাস শুরু নেদারল্যান্ডস থেকে, অয়েলি কেক নামে। পরে আমেরিকায় গিয়ে হ্যানসন গ্রেগরি নামের এক নাবিক তাঁর মায়ের তৈরি মিষ্টির মাঝখানে গর্ত করে দেয়। বলে, এভাবে ভালো ভাজা যাবে! ১৯২০ সালে নিউইয়র্কে অ্যাডলফ লেভিট প্রথম ডোনাট মেশিন তৈরি করলেন। ক্রিসপি ক্রিম আর ডাঙ্কিন ডোনাটসের যুগে তো আমরা সবাই জানি, ডোনাট মানে শুধু একটা মিষ্টি নয়, এটা অনুভূতি; যার সঙ্গে যুক্ত রয়েছে এক নাবিক ও তাঁর মায়ের গল্প।

রংধনু রঙের অভিনব পাহাড়

সুচরিতা পাঠক

প্রকৃতির বিচিত্র সৌন্দর্য্যের শেষ নেই। কখনো আকাশের রঙিন রংধনু আমাদের বিমোহিত করে, কখনো আবার সাগরের নীল ঢেউ মন কেড়ে নেয়। তবে পৃথিবীর কিছু স্থান এমনো আছে যেগুলো একেবারেই অনন্য। যার সৌন্দর্য্য মানুষের কল্পনার সীমানাকেও ছাড়িয়ে যায়। ঠিক তেমনই এক বিস্ময়কর জায়গা হলো পেরুর রেইনবো মাউন্টেন বা স্থানীয়দের ভাষায় ভিনিকুনকা। এই পাহাড়কে বলা হয় বিশ্বের সবচেয়ে রঙিন পর্বতশ্রেণি, যেখানে পাথর আর মাটির স্তরে স্তরে জেগে ওঠে লাল, সবুজ, হলুদ, গোলাপি, নীল, এমনকি বেগুনির মতো বিচিত্র রং। যেন পাহাড়ের গায়ে আঁকা হয়েছে বিশাল রংধনু।

এই রঙিন পাহাড়কে ঘিরে রয়েছে ভ্রমণপিপাসুদের এক অদম্য কৌতূহল। কীভাবে পাহাড়ের বুকে তৈরি হলো এমন রঙের খেলা? কেনই বা প্রকৃতির এই শিল্পকর্ম দীর্ঘদিন মানুষের চোখের আড়ালে ছিল? চলুন জেনে নেওয়া যাক রেইনবো মাউন্টেনের অদ্ভুত রহস্য, ভ্রমণের অভিজ্ঞতা ও স্থানীয় সংস্কৃতির সঙ্গে এর সম্পর্ক।রেইনবো মাউন্টেন অবস্থিত দক্ষিণ আমেরিকার দেশ পেরুতে, আন্দিজ পর্বতমালার অংশে। রাজধানী লিমা থেকে সরাসরি যাওয়া যায় না; সাধারণত কুসকো শহরকে ঘিরে তৈরি হয় ভ্রমণের পরিকল্পনা। কুসকো থেকে প্রায় ১০০ কিলোমিটার দূরে, সমুদ্রপৃষ্ঠ থেকে প্রায় ৫,২০০ মিটার উচ্চতায় দাঁড়িয়ে আছে এই রঙিন পাহাড়। এভারেস্ট বেস ক্যাম্পের উচ্চতাকেও ছাড়িয়ে যাওয়া এই পথ যাত্রা তাই বেশ কঠিন।

পাহাড়ের রঙিন সৌন্দর্য্যের পেছনে রয়েছে ভূতাত্ত্বিক রহস্য। লাখ লাখ বছর আগে সমুদ্রের নিচে জমা হওয়া খনিজ পদার্থ ও শিলার স্তর আন্দিজ পর্বতের ভূকম্পন ও টেকটোনিক ক্রিয়ার ফলে উপরে উঠে আসে। সময়ের সঙ্গে সঙ্গে বৃষ্টিপাত, বাতাস ও ক্ষয়ের কারণে খনিজ পদার্থগুলো ভিন্ন ভিন্ন রঙে প্রকাশ পেতে শুরু করে।

লাল রং এসেছে আয়রন অক্সাইড থেকে। সবুজ রং গঠিত হয়েছে ক্লোরাইট খনিজের কারণে। হলুদাভ রং এসেছে সালফারের উপস্থিতি থেকে। গোলাপি রং এসেছে ম্যাগনেসিয়াম ও অন্যান্য মিশ্র খনিজ থেকে। নীল বা বেগুনি আভা তামা ও মালাকাইট জাতীয় খনিজের প্রভাবে ফুটে ওঠে।

প্রতিটি খনিজ আলাদা স্তরে জমে থাকায় পাহাড়ের বুক জুড়ে দেখা যায় একেকটি রঙিন ব্যান্ড, যা দেখতে অনেকটা রংধনুর মতো। আশ্চর্যের বিষয় হলো, দীর্ঘ সময় ধরেই রেইনবো মাউন্টেন প্রকৃতির গোপন সম্পদ হয়ে লুকিয়ে ছিল। পাহাড়টি ঘন বরফে ঢাকা থাকায় এর আসল রং দেখা যেত না। ২০১৩ সালের পর থেকে বৈশ্বিক উষ্ণায়নের কারণে বরফ গলতে শুরু করলে ধীরে ধীরে প্রকাশ পায় এই রঙিন সৌন্দর্য্য। আর সেখান থেকেই শুরু হয় বিশ্বের নানা প্রান্তের পর্যটকদের ভিড়।

রেইনবো মাউন্টেন ভ্রমণ সহজ নয়। কুসকো থেকে ট্রেকিং শুরু করে কয়েক ঘণ্টা গাড়ি ও প্রায় ৩-৪ ঘণ্টার পদযাত্রার পর পৌঁছানো যায় শীর্ষে। উচ্চতা বেশি হওয়ায় অক্সিজেনের ঘাটতি ও ঠান্ডা আবহাওয়া অনেককে কষ্ট দেয়। অনেক পর্যটকই অল্টিচিউড সিকনেস বা উচ্চতাজনিত অসুস্থতায় ভোগেন। তাই ভ্রমণের আগে শারীরিক প্রস্তুতি নেওয়া জরুরি।

তবে শীর্ষে পৌঁছে যে দৃশ্য চোখে ধরা দেয়, তার তুলনা নেই। দূরে বরফঢাকা আন্দিজের শৃঙ্গ, চারপাশে গবাদি পশু চরানো স্থানীয় মানুষ, আর মাঝখানে রঙিন রংধনুর মতো পাহাড় সব মিলিয়ে এটি নিঃসন্দেহে জীবনের অন্যতম স্মরণীয় ভ্রমণ হয়ে ওঠে।

পেরুর আদিবাসী কেচুয়া জনগোষ্ঠীর কাছে এই পাহাড় পবিত্র হিসেবে গণ্য। তাদের বিশ্বাস,

ভিনিকুনকা হলো আকাশ ও মাটির মিলনস্থল, যেখানে দেবতারা প্রকৃতিকে রঙিন করে আশীর্বাদ দিয়েছেন। স্থানীয় উৎসব ও আচার-অনুষ্ঠানেও এই পাহাড়ের প্রতীক ব্যবহার করা হয়।

২০১৫ সাল থেকে রেইনবো মাউন্টেন পর্যটনের জন্য উন্মুক্ত হওয়ার পর থেকেই এটি পেরুর অর্থনীতিতে গুরুত্বপূর্ণ অবদান রাখছে। হাজারো পর্যটক প্রতিদিন এই পাহাড় দেখতে আসে, যা স্থানীয়দের জন্য কর্মসংস্থান ও আয়ের নতুন উৎস তৈরি করেছে। ট্রেকিং গাইড, ঘোড়ার সেবা, খাবার-দাবার থেকে শুরু করে হস্তশিল্প বিক্রি-সব কিছুই স্থানীয় অর্থনীতিকে সমৃদ্ধ করছে।

তবে অতিরিক্ত পর্যটনের কারণে পরিবেশের উপর চাপও বাড়ছে। মাটির ক্ষয়, আবর্জনা এবং জীববৈচিত্র্যের ওপর প্রভাব ফেলছে ভ্রমণকারীদের ভিড়। এ কারণেই সরকার ও স্থানীয় প্রশাসন টেকসই পর্যটনের উপর গুরুত্ব দিচ্ছে।রেইনবো মাউন্টেন শুধু প্রাকৃতিক সৌন্দর্য্যের জন্য নয়, বরং বৈজ্ঞানিক গবেষণার জন্যও গুরুত্বপূর্ণ। ভূতত্ত্ববিদরা মনে করেন, এই পাহাড়ের রঙিন স্তরগুলো পৃথিবীর প্রাচীন ইতিহাসের সাক্ষী। প্রতিটি স্তর আসলে কোটি বছরের ভূতাত্ত্বিক পরিবর্তনের ফলাফল, যা পৃথিবীর জলবায়ু পরিবর্তন ও প্রাকৃতিক প্রক্রিয়া সম্পর্কে ধারণা দেয়।

তাপপ্রবাহ, জলবায়ু পরিবর্তন এবং করণীয়

জ্যৈষ্ঠ মাসে তীব্র মাত্রার গরম পড়বে, এটা স্বাভাবিক এবং তা যুগ যুগ ধরে হয়ে আসছে। গ্রীষ্মের দুপুরে তীব্র গরমের বর্ণনা বিভিন্ন কবিতা ও গানে পাওয়া যায়। কড়া রোদে রাস্তার পিচ গলে যায়।

মাঠঘাট শুকিয়ে চৌচির হয়। পশুপাখি, গাছপালা সবই যেন খরতাপে কাতর হয়ে পড়ে। এই স্বাভাবিক জলবায়ু-সংক্রান্ত প্রাকৃতিক ঘটনা নিয়ে ইদানীং বৈশ্বিক পর্যায়ে নতুনভাবে ভাবা হচ্ছে। কারণ, গ্রীষ্মকালে গরমের যে স্বাভাবিক রূপ ছিল, তা পরিবর্তিত হচ্ছে এবং ক্রমান্বয়ে তা বিভিন্ন ধরনের বিপর্যয়ের কারণ ঘটাচ্ছে। এর পেছনে রয়েছে বৈশ্বিক উষ্ণতা অর্থাৎ পৃথিবীজুড়ে তাপমাত্রা বেড়ে যাওয়া এবং একই সঙ্গে আর্দ্রতা বাড়া।

কোনো একটি স্থানে, কোনো একটি সময়ে গত ৩০ বছরের অথবা গত তিন দশকের তাপমাত্রার গড়কে ওই স্থানের স্বাভাবিক তাপমাত্রা হিসেবে চিহ্নিত করা হয়। এভাবেই স্বাভাবিক গড় উচ্চ তাপমাত্রাও নির্ধারণ করা হয়। যদি এই স্বাভাবিক উচ্চ তাপমাত্রা থেকে ৩-৫ ডিগ্রি সেলসিয়াস বা ৫-৯ ডিগ্রি ফারেনহাইট তাপমাত্রা তিন থেকে পাঁচ দিনের বেশি পরিলক্ষিত হয়, তখন একে তাপপ্রবাহ হিসেবে চিহ্নিত করা হয়। বিশ্ব আবহাওয়া সংস্থা পাঁচ দিন ধরে ৫ ডিগ্রি সেলসিয়াসের বেশি তাপমাত্রা হলে তাকে তাপপ্রবাহ হিসেবে সংজ্ঞায়িত করেছে। প্রতিবেশী দেশ ভারতের আবহাওয়া অধিদপ্তর ৩ ডিগ্রি সেলসিয়াসের অধিক তাপমাত্রা তিন দিনের বেশি পরিলক্ষিত হলে তাকে তাপপ্রবাহ বলেছে। ভারতীয়দের হিসাবে, বাতাসের আর্দ্রতার সঙ্গে উচ্চ তাপমাত্রা হলে ক্ষয়ক্ষতি বেশি হয়, এই তথ্যের ভিত্তিতে ৩ ডিগ্রি সেলসিয়াসের অধিক মাত্রাকে তাপপ্রবাহ হিসেবে চিহ্নিত করা হয়েছে।

স্বাভাবিক উচ্চ তাপমাত্রা হিসাব করতে ১৯৬১ থেকে ১৯৯০ সালকে স্বাভাবিক সময় ধরা হয়েছে। পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে বিশেষ করে ভারত, অস্ট্রেলিয়া, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ও ইউরোপের দেশগুলোর তাপপ্রবাহ এবং এর প্রভাব নিয়ে প্রচুর গবেষণা হচ্ছে। তাপপ্রবাহ প্রবাহিত হলে বিভিন্ন প্রচারমাধ্যমের সহায়তায় জনসাধারণকে সচেতন করা হচ্ছে। গত বছর ভারতে ৩ হাজার ৫০০-এর অধিক লোক তাপপ্রবাহে মারা গেছে। যুক্তরাষ্ট্রের প্রকাশিত তথ্য অনুযায়ী, ওই দেশে বিভিন্ন প্রাকৃতিক দুর্যোগে যত মানুষ মারা যায়, তার থেকে বেশি মানুষ মারা যায় তাপপ্রবাহে।

বাতাসের তাপমাত্রার সঙ্গে আপেক্ষিক আর্দ্রতাকে সম্পৃক্ত করে তাপপ্রবাহের মাত্রা নির্ণয় করা হয়। প্রদত্ত সারণিতে সাদা, হলুদ, কমলা ও লালএই চার রঙের মাধ্যমে বিষয়টি বিশ্লেষণ করা হয়েছে।এই ইনডেক্সের মান ৩৩-এর কম হলে শুধু সাবধানতা অবলম্বন করলেই হবে। অর্থাতএ ক্ষেত্রে অনুভূত তাপের মান ৩৩ ডিগ্রির কম হবে। ৪০-এর মতো থাকলে তা বিপজ্জনক। আর ৫০ বা ৫৫ ছাড়িয়ে গেলে মারাত্মক বিপজ্জনক হতে পারে। একটু ব্যাখ্যা করা যাক। ধরুন, তাপমাত্রা ৩৫ ডিগ্রি সেলসিয়াস অর্থাত৯৫ ডিগ্রি ফারেনহাইট, বাতাসের আর্দতা ৪০ শতাংশ থাকে তাহলে -এর মান হবে ৩৭। কিন্তু আর্দতা ৭০ শতাংশের ওপরে উঠলেই তা মারাত্মক বিপদের স্তরে পৌঁছে যাবে। তাপমাত্রা ৪০ ডিগ্রি সেলসিয়াস বা ১০৪ ডিগ্রি ফারেনহাইট হলে আর বাতাসের আর্দতা ৫০ শতাংশ থাকলেই তা মারাত্মক বিপদ নির্দেশ করবে। এই মানগুলোকে অন্যভাবে ব্যাখ্যা করা যায়। যেমন তাপমাত্রা ৩৫ ডিগ্রি সেলসিয়াস এবং ৪০ শতাংশ আর্দতা হলে তা ৩৭ ডিগ্রি সেলসিয়াস তাপমাত্রার মতো অনুভূত হবে। কিন্তু ৩৫ ডিগ্রি সেলসিয়াস তাপমাত্রায় যদি বাতাসে ৭০ শতাংশ আর্দতা পরিলক্ষিত হয়, তাহলে সেই তাপমাত্রা প্রায় ৫০ ডিগ্রি সেলসিয়াস বা ১২২ ডিগ্রি ফারেনহাইটের মতো অনুভূত হবে। তাপমাত্রা ৩০ ডিগ্রি সেলসিয়াস (৯৫ ডিগ্রি ফারেনহাইট) এবং আর্দতা ৯৫ ভাগ হলে বাইরে তা ৪২-৪২ ডিগ্রি সেলসিয়াসের মতো অনুভূত হবে। এই চার্ট ব্যবহার করে আমরা আপেক্ষিক আর্দতা ও তাপের মান মিলিয়ে বাইরে কী ধরনের তাপমাত্রা অনুভূত হবে, তা বুঝতে পারব। অর্থাতএই চার্টের মাধ্যমে বাতাসের প্রকৃত তাপমাত্রার সঙ্গে বাতাসের আর্দতা মিলিয়ে কত গরম অনুভূত হবে, তা নির্ধারণ করা যায়।আমাদের শরীরে স্বাভাবিক তাপমাত্রা ৩৭ ডিগ্রি সেলসিয়াস বা ৯৮ দশমিক ৬ ডিগ্রি ফারেনহাইট। অর্থাত৩৭ ডিগ্রি সেলসিয়াস তাপমাত্রা পর্যন্ত বাইরের তাপমাত্রা শরীরের ওপর প্রভাব ফেলার কথা নয়। কিন্তু ৩৭ ডিগ্রি তাপমাত্রায় যদি ৭০ ভাগ আর্দতা থাকে, অনুভূত তাপমাত্রা হবে ৫৮ ডিগ্রি সেলসিয়াস বা ১৩৫ ডিগ্রি ফারেনহাইটের মতো। কেউ যদি প্রশ্ন করেন, মরুভূমিতে বা আরব দেশে ৪৫ ডিগ্রি সেলসিয়াস বা ১১৫ ডিগ্রি ফারেনহাইট নিয়মিত তাপমাত্রা হয়, তাহলে তারা টিকে থাকে কী করে? উত্তর খুবই সহজ। কারণ, সেখানে বাতাসের আর্দতা খুবই কম।

ভারতের উপর ৫০ শতাংশ হারে শুল্ক চাপানোর ভাবনা আমেরিকার পড়শি দেশেরও !

নয়াদিল্লি ঃ আমেরিকা আগেই ৫০ শতাংশ শুল্ক চাপিয়ে রেখেছে। এ বার আমেরিকার এক পড়শি দেশও ভারতের উপর একই হারে শুল্ক চাপানোর পথে এগোচ্ছে। শুধু ভারতের উপরেই নয়, চিন, তাইল্যান্ড, দক্ষিণ কোরিয়া এবং ইন্দোনেশিয়ার পণ্যের উপরেও আমদানি শুল্ক বৃদ্ধি করে ৫০ শতাংশ পর্যন্ত করার পরিকল্পনা করছে মেক্সিকো। আগামী বছর থেকে এই শুল্ক কার্যকর করার কথা ভাবছে তারা।

যে দেশগুলির সঙ্গে মেক্সিকোর কোনও বাণিজ্যচুক্তি নেই, সেই দেশগুলির উপরে চড়া হারে শুল্ক চাপানোর সিদ্ধান্ত নিয়েছে মেক্সিকো। এই সংক্রান্ত একটি প্রস্তাব আগেই পাশ হয়েছে সে দেশের কংগ্রেসের নিম্নকক্ষ 'চেম্বার অফ ডেপুটিস'-এ। বুধবার উচ্চকক্ষ সেনেটও সেই প্রস্তাবে সবুজসঙ্কেত দেয়। নতুন শুল্কপ্রস্তাব অনুসারে, ভারত, চিন, দক্ষিণ কোরিয়া, তাইল্যান্ড, ইন্দোনেশিয়া-সহ যে দেশগুলির সঙ্গে মেক্সিকোর কোনও বাণিজ্যচুক্তি নেই, তাদের থেকে আমদানি করা নির্দিষ্ট কিছু পণ্যের উপর ৫০ শতাংশ পর্যন্ত শুল্ক চাপাবে তারা। এই পণ্যের তালিকায় রয়েছে গাড়ি, গাড়ির যন্ত্রাংশ, পোশাক, প্লাস্টিক এবং ইস্পাত। এ ছাড়া বেশির ভাগ পণ্যের উপর ৩৫ শতাংশ পর্যন্ত শুল্ক ধার্য করার পরিকল্পনা রয়েছে মেক্সিকোর।

বুধবার মেক্সিকোর সেনেটে এই বিলটির পক্ষে ৭৬টি ভোট পড়েছে। বিপক্ষে গিয়েছে ৫টি ভোট। সেনেটের ৩৫ জন সদস্য ভোটদানে বিরত থেকেছেন। বস্তুত, মেক্সিকোর কংগ্রেসের নিম্নকক্ষে যে বিলটি প্রথমে গৃহীত হয়েছিল, তার তুলনায় সেনেটের ছাড়পত্র পাওয়া বিলটি কিছুটা নমনীয়। মূল প্রস্তাবে যতগুলি পণ্যের উপর শুল্ক চাপানোর কথা বলা হয়েছিল, তার প্রায় এক তৃতীয়াংশ পণ্যকে শুল্ক-কোপের তালিকা থেকে বাদ দেওয়া হয়েছে অনুমোদিত বিলে। গত কয়েক বছরে ভারত এবং মেক্সিকোর দ্বিপাক্ষিক বাণিজ্য কিছুটা বৃদ্ধি পেয়েছে। ২০২২ সালে দ্বিমুখী বাণিজ্য হয়েছে হয়েছে ১১৪০ কোটি ডলারের। যদিও ২০২৩ সালে তা কিছুটা কমে দাঁড়ায় ১০৬০ কোটি ডলারে। পরের বছরে, ২০২৪ সালে তা ফের কিছুটা বৃদ্ধি পেয়ে হয় ১১৭০ কোটি ডলার। মেক্সিকোর সেনেট এই বিলে অনুমোদন দেওয়ার পরে ভারতের তরফে এখনও পর্যন্ত কোনও প্রতিক্রিয়া মেলেনি। তবে চিনা বাণিজ্য মন্ত্রক ইতিমধ্যে নিজেদের অবস্থান জানিয়েছে। বেজিং জানিয়েছে, তারা মেক্সিকোর নয়া শুল্ক ব্যবস্থার উপর নজর রাখছে এবং এর প্রভাব মূল্যায়ন করা হবে। তবে মেক্সিকোর এই ধরনের পদক্ষেপ দু'দেশের বাণিজ্যিক স্বার্থকে 'উল্লেখযোগ্য ভাবে ক্ষুণ্ণ' করবে বলেও সতর্ক করে দিয়েছে চিন। মেক্সিকো দ্রুত এই একতরফা নীতি সংশোধন করবে বলেও আশাবাদী বেজিং।

কন্যা অন্তঃসত্ত্বা, জেনে ফেলে পরিবার, বিয়ের আলোচনার জন্য প্রেমিককে বাড়িতে ডেকে এনে ব্যাট দিয়ে পিটিয়ে খুন

নয়াদিল্লি ঃ বিয়ের আলোচনার জন্য যুবককে দেখা করতে বলেছিল তাঁর প্রেমিকার পরিবার। সেই কথা মতো প্রেমিকার বাড়িতে হাজির হয়েছিলেন যুবক। অভিযোগ, ওই যুবক যেতেই তাঁকে ব্যাট দিয়ে পিটিয়ে খুন করা হয়। ঘটনাটি তেলঙ্গানার সঙ্গারেড্ডি জেলার।০০:০৪

পুলিশ সূত্রে খবর, মৃতের নাম জ্যোতি শ্রবণ সাই। তিনি কম্পিউটার সায়েন্সের দ্বিতীয় বর্ষের ছাত্র। মইসাম্মাগুড়ার একটি ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজে পড়াশোনা করতেন। কুতবুল্লাপুরে একটি বাড়িতে ভাড়া থাকতেন শ্রবণ। সৃজা নামে এক তরুণীর সঙ্গে তাঁর পরিচয় হয়। তার পর ধীরে ধীরে ঘনিষ্ঠতা এবং প্রেমের সম্পর্ক গড়ে ওঠে। তাঁদের সেই সম্পর্কের কথা সম্প্রতি জানতে পারে সৃজার পরিবার।

পুলিশ সূত্রে খবর, দু'জনের এই সম্পর্কের বিষয়টি নিয়ে আপত্তি তোলেন সৃজার বাড়ির লোকেরা। শ্রবণকে ডেকে বেশ কয়েক বার সতর্কও করা হয়। এ পর্যন্ত সব ঠিক ছিল। কিন্তু গত সোমবার সৃজার বাড়ির লোকেরা জানতে পারেন তাঁদের কন্যা অন্তঃসত্ত্বা। তার পরই পরিস্থিতি আরও উত্তপ্ত হয়ে ওঠে। সৃজার কাছে থেকে তাঁর পরিবারের লোকেরা জানতে পারেন শ্রবণের সঙ্গে দীর্ঘ দিন ধরেই প্রেমের সম্পর্ক রয়েছে তাঁর। কন্যার অন্তঃসত্ত্বা অবস্থার কথা জানাজানি হলে সম্মানহানি হতে পারে, এ কথা ভেবেই দিশাহারা হয়ে পড়ে সৃজার পরিবার।

পুলিশ জানিয়েছে, এর পরই সৃজার বাড়ির লোকেরা শ্রবণকে দেখা করতে বলেন। তাঁকে জানানো হয়, সৃজার সঙ্গে বিয়ের বিষয়ে আলোচনা করতে চান তাঁরা। সৃজাকে দিয়েই শ্রবণকে ফোন করিয়ে ডেকে আনেন তাঁর মা। সৃজার বাড়িতে হাজির হন শ্রবণ। তাঁর সামনেই সৃজাকে বকাঝকা করতে শুরু করেন তাঁর মা। তাঁর পর সৃজাকে ব্যাট দিয়ে মারধর শুরু করেন। বাঁচানোর জন্য এগিয়ে আসেন শ্রবণ। তখন শ্রবণের মাথায় ব্যাট দিয়ে আঘাত করার অভিযোগ ওঠে সৃজার মায়ের বিরুদ্ধে। আহত হন শ্রবণ। রাতে তাঁর অবস্থার অবনতি হওয়ায় হাসপাতালে ভর্তি করানো হয়। সেখানেই তাঁর মৃত্যু হয়।

ভারত আমাদের এযাবৎকালের সেরা প্রস্তাব দিয়েছে!

বাণিজ্যচুক্তি নিয়ে দাবি আমেরিকার, উল্লেখ সমস্যার কথাও

নয়াদিল্লি ঃ ভারতের কাছ থেকে এযাবৎকালের সেরা প্রস্তাব পেয়েছে আমেরিকা। দ্বিপাক্ষিক বাণিজ্যচুক্তি নিয়ে এমনটাই দাবি করলেন মার্কিন বাণিজ্য প্রতিনিধি জেমিসন গ্রিয়ার। বুধবার থেকেই নয়াদিল্লিতে ফের এক দফায় বাণিজ্য আলোচনা শুরু হয়েছে ভারত-আমেরিকার মধ্যে। এই পরিস্থিতিতে ডোনাল্ড ট্রাম্পের প্রশাসনের এমন মন্তব্য যথেষ্ট তাৎপর্যপূর্ণ। তবে ভারতের সঙ্গে বাণিজ্যিক সমঝোতা একটি কঠিন কাজ বলেও মনে করছেন গ্রিয়ার। দীর্ঘ দিন ধরে দফায় দফায় আলোচনা চললেও ভারত এবং আমেরিকার মধ্যে বাণিজ্যচুক্তি এখনও চূড়ান্ত হয়নি। আলোচনা কতদূর অগ্রসর হয়েছে, তা নিয়েও কোনও দেশই সরকারি ভাবে বিস্তারিত মন্তব্য করেনি। এরই মধ্যে চলতি সপ্তাহে ফের ভারতে এসেছেন আমেরিকার বাণিজ্য প্রতিনিধিরা। বুধবার থেকে নয়াদিল্লিতে দু'দিনের বৈঠক শুরু হয়েছে দু'দেশের প্রতিনিধিদের মধ্যে। ঠিক এমনই এক সময়ে দ্বিপাক্ষিক বাণিজ্য আলোচনা নিয়ে মুখ খুললেন গ্রিয়ার (তিনি ভারতে সফররত বাণিজ্য প্রতিনিধিদলের সদস্য নন)।বুধবার মার্কিন সেনেটের অ্যাপ্রোপ্রিয়েশন্স কমিটির প্রশ্নের জবাবে ওয়াশিংটনে গ্রিয়ার বলেন, "আমরা যখন এই বিষয়ে আলোচনা করছি, তখন আমাদের একটি প্রতিনিধিদল নয়াদিল্লিতে রয়েছে। শস্য, মাংস এবং অন্য কিছু পণ্যের ক্ষেত্রে ভারতের নির্দিষ্ট আপত্তি রয়েছে। আপনারা ঠিকই বলেছেন, ওদের (ভারতের) সঙ্গে বাণিজ্যিক বোঝাপড়ায় খুব কঠিন কিছু বাধা রয়েছে। আমি এ বিষয়ে একশো শতাংশ একমত। তবে ওরা বেশ কিছু ইতিবাচক দৃষ্টিভঙ্গি দেখিয়েছে। ওরা আমাদের সঙ্গে যে ধরনের প্রস্তাব নিয়ে কথা বলেছে, তা একটি দেশ হিসাবে আমাদের কাছে এযাবৎকালের সেরা প্রস্তাব। আমি মনে করি, (আমেরিকার জন্য ভারত) একটি কার্যকর বিকল্প বাজার।" বস্তুত, ভারত এবং আমেরিকার বাণিজ্যচুক্তির পথে অন্যতম প্রধান বাধা হয়ে উঠেছে কৃষিজ পণ্য সংক্রান্ত বিষয়ে দিল্লির আপত্তি। আমেরিকা চায় তাদের কৃষিজ পণ্য, বিশেষ করে ভুট্টা, সয়াবিনের মতো শস্যগুলি ভারতের বাজারে রফতানি করতে। কিন্তু তাতে সায় নেই নয়াদিল্লির। ভারতের অভ্যন্তরীণ রাজনীতিতে দেশীয় কৃষকদের স্বার্থ রক্ষা করা বরাবর একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হয়ে উঠে। তাই এ বিষয়ে শুরু থেকেই সাবধানী নরেন্দ্র মোদীর সরকার। দেশীয় বাজারে কৃষকদের বিদেশি প্রতিযোগিতার মুখে ফেলতে চাইছে না নয়াদিল্লি। তা নিয়ে ভারত এবং আমেরিকার মধ্যে মতানৈক্যের প্রভাব পড়েছিল বাণিজ্যচুক্তি নিয়ে আলোচনার উপরেও। গত অগস্টে এই মতানৈক্যের কারণেই ভেস্তে গিয়েছিল বাণিজ্য আলোচনা।

সম্প্রতি ভারত থেকে আমদানি করা চালের উপরে শুল্কের হার আরও বৃদ্ধি করার কথা ভাবছেন মার্কিন প্রেসিডেন্ট ট্রাম্প। গত সোমবারই এ বিষয়ে ইঙ্গিতপূর্ণ বার্তা দিয়েছেন তিনি। এ অবস্থায় আমেরিকার বাণিজ্য প্রতিনিধির এমন মন্তব্য যথেষ্ট তাৎপর্যপূর্ণ বলে মনে করা হচ্ছে। যদিও অন্যান্য বারের মতো এ ক্ষেত্রেও বিস্তারিত কোনও মন্তব্য করা হয়নি। ফলে 'এযাবৎকালের সেরা' প্রস্তাব বলতে গ্রিয়ার কী বোঝাতে চেয়েছেন, তা এখনও স্পষ্ট নয়। ভারতের তরফেও এ বিষয়ে কিছু খোলসা করা হয়নি। তবে ভারতের বাণিজ্যমন্ত্রী পীযূষ গয়াল বলেছেন, "নিরবচ্ছিন্ন ভাবে আলোচনা চলছে। দ্রুত আমরা দ্বিপাক্ষিক বাণিজ্য চুক্তির (প্রথম দফা) দিকে এগিয়ে যাচ্ছি।"

মাসে সাত হাজারি লগ্নিতে হাতে আসবে প্রায় ৫৮ লক্ষ! এই সরকারি প্রকল্পে টাকা রাখলে আঙুল ফুলে কলাগাছ!

নয়াদিল্লিঃ মাসে মাসে ৭,০০০ টাকা বিনিয়োগ। আর তাতেই আঙুল ফুলে হতে পারে কলাগাছ! মেয়াদপূর্তির পর ৫৭ লক্ষের বেশি অর্থ হাতে পাবেন গ্রাহক। না, কোনও চিটফান্ড বা স্টকের মতো ঝুঁকিপূর্ণ লগ্নি নয়। ব্যাঙ্ক-ডাকঘরের কেন্দ্রীয় সরকারি প্রকল্পে রয়েছে এই সুবিধা। এর নাম 'পাবলিক প্রভিডেন্ট ফান্ড' বা পিপিএফ। কী ভাবে এর থেকে হাতে আসবে মোটা রিটার্ন, আনন্দবাজার ডট কম-এর এই প্রতিবেদনে রইল তার হদিস।

কেন্দ্র পরিচালিত দীর্ঘমেয়াদি সুরক্ষিত সঞ্চয় প্রকল্প হল পিপিএফ। এতে সুদের হার শেয়ারবাজারের সূচকের ওঠা-নামার উপর নির্ভরশীল নয়। ফলে পিপিএফের লগ্নিকারীরা নিশ্চিত রিটার্ন পেয়ে থাকেন। এতে ন্যূনতম ১৫ বছরের জন্য বিনিয়োগ করতে হয়। ফলে সন্তানের উচ্চ শিক্ষা, বিয়ে বা অবসরের পর ভাল সঞ্চয় হাতে পেতে এটি অন্যতম বিকল্প হতে পারে। পিপিএফ সরকারি গ্যারান্টিযুক্ত প্রকল্প হলেও এতে সুদের হার স্থির নয়। পর্যায়ক্রমে তা বদলাতে থাকে। বর্তমানে এতে বার্ষিক ৭.১ শতাংশ হারে সুদ দিচ্ছে কেন্দ্রের নরেন্দ্র মোদী সরকার।

পিপিএফ থেকে রিটার্নের বিষয়টি একটি উদাহরণের সাহায্যে বুঝে নেওয়া যেতে পারে। ধরা যাক কোনও ব্যক্তি মাসে ৭,০০০ টাকা করে সংশ্লিষ্ট প্রকল্পে লগ্নি করছেন। অর্থাৎ বছরে তাঁর মোট বিনিয়োগের পরিমাণ দাঁড়াবে ৮৪ হাজার টাকা। ১৫ বছরে সেই অঙ্কই বেড়ে হবে ১২ লক্ষ ৬০ হাজার টাকা। এখন বার্ষিক সুদের হার ৭.১ শতাংশই থাকলে মেয়াদপূর্তির পর ২২ লক্ষ ৭৮ হাজার ১৯৭ টাকা পাবেন ওই গ্রাহক। অর্থাৎ সুদ বাবদ ১০ লক্ষ ১৮ হাজার ১৯৭ টাকা পাবেন তিনি।

এই হিসাবে সংশ্লিষ্ট গ্রাহক ২৫ বছরের জন্য পিপিএফে লগ্নি করলে রিটার্নের পরিমাণ দাঁড়াবে ৫৭.৭২ লক্ষ টাকা। কেন্দ্রের এই সঞ্চয় প্রকল্পটির সবচেয়ে বড় সুবিধা হল, এতে চক্রবৃদ্ধি হারে হিসাব করা হয় সুদ। তবে সেটা বার্ষিক ৭.১ শতাংশ থাকলে তবেই ওই পরিমাণ টাকা পাবেন লগ্নিকারী। সুদের হার কেন্দ্র আরও বাড়ালে পিপিএফ থেকে আরও বেশি রিটার্ন পাবেন ওই ব্যক্তি। কিন্তু সুদ কমলে হ্রাস পাবে প্রাপ্ত অর্থের পরিমাণ।

শত্রুদেশের ঘনিষ্ঠ হচ্ছে ভারতের মতো বন্ধু!

মার্কিন আইনসভায় মোদী-পুতিনের ছবি দেখিয়ে ট্রাম্প-নীতির সমালোচনা নেত্রীর

নয়াদিল্লি ঃ প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী এবং রুশ প্রেসিডেন্ট ভ্লাদিমির পুতিনের ছবি নিয়ে দীর্ঘ আলোচনা চলল আমেরিকার আইনসভায়। ওই ছবি দেখিয়েই মার্কিন আইনসভার ডেমোক্র্যাট সদস্য সিডনি কামলাগের-ডাভ প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্পের নীতি নিয়েই প্রশ্ন তুলে দিলেন। দাবি করলেন, ভারতের মতো 'বন্ধু'কে কার্যত 'শত্রুদেশের' ঘনিষ্ঠ হতে বাধ্য করা হচ্ছে। ট্রাম্পের ভারত সংক্রান্ত নীতি নিজের নাক কেটে অপরের যাত্রাভঙ্গ করার শামিল বলেও কটাক্ষ করেন ওই রাজনীতিক।রাশিয়া থেকে তেল কেনার জন্য ভারতের উপর ২৫ শতাংশ শাস্তিমূলক শুল্ক (মোট ৫০ শতাংশ) আরোপ করেছেন ট্রাম্প। এইচ১-বি ভিসা নিয়েও কড়াকড়ির জেরে অসুবিধার মুখে পড়েছেন আমেরিকার অভিবাসী ভারতীয়েরা। এই পরিস্থিতিতে ট্রাম্প-বিরোধীদের একাংশ দীর্ঘ দিন ধরেই আমেরিকার 'ভারতবিরোধী' নীতি নিয়ে সরব হচ্ছেন। বুধবার এই বিষয়ে সুর চড়ান আমেরিকার ডেমোক্র্যাট নেত্রী সিডনি। বুধবার আমেরিকার বিদেশ নীতি নিয়ে একটি পর্যালোচনা বৈঠক ছিল মার্কিন আইনসভায়। ওই বৈঠকেই যোগ দিয়েছিলেন সিডনি। তিনি যখন বক্তৃতা করছিলেন, তখন তাঁর পিছনে একটি পোস্টার দেখা যায়। পোস্টারের উপরের অংশে ছিল এসসিও বৈঠকে মোদী এবং চিনের প্রেসিডেন্ট শি জিনপিঙের করমর্দনের ছবি। আর পোস্টারের নীচের অংশে ছিল একই গাড়িতে বসে ভারতের প্রধানমন্ত্রী এবং পুতিনের ছবি। গত সপ্তাহেই ভারত সফরে এসেছিলেন পুতিন। ওই পোস্টার দেখিয়ে সিডনি বলেন, "এই ছবি অনেক কথা বলে দিচ্ছে। আমেরিকার কৌশলগত সঙ্গীদের শত্রুদের হাতে তুলে দিয়ে আপনারা নোবেল শান্তি পুরস্কার পাবেন না কিন্তু।"

'স্বপ্নে শুধু তোমাকেই দেখি, ফোন তো করতে পারো'!

ব্যবসায়ীর সঙ্গে ছত্তীসগঢ়ের ডিএসপি কল্পনার হোয়াটঅ্যাপ প্রকাশ্যে, কী রয়েছে?

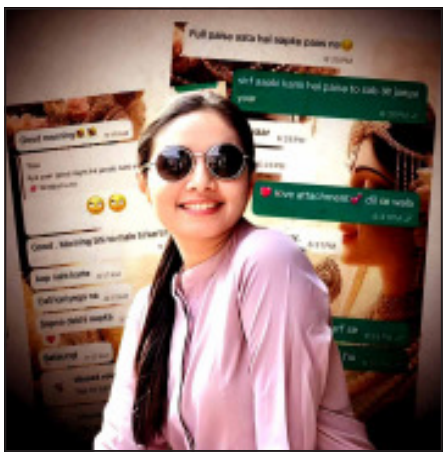

নয়াদিল্লি ঃ আমিই কি শুধু গুড মর্নিং বলে যাব

তুমি তো এক বারও বলো না

রাতে শুধু তোমারই স্বপ্ন দেখি।

একটু তো ফোনও করতে পারো!...

এই হোয়াটঅ্যাপ মেসেজ ঘিরেই এখন তোলপাড় ছত্তীসগঢ়। দাবি করা হচ্ছে, এই হোয়াটঅ্যাপ চ্যাট দন্তেওয়াড়ার ডেপুটি পুলিশ সুপার (ডিএসপি) কল্পনা বর্মা এবং ব্যবসায়ী দীপক টন্ডনের। ছত্তীসগঢ়ে এই দু'জনের সম্পর্ক এখন আলোচনার কেন্দ্রবিন্দুতে। কারণ, ব্যবসায়ী দীপক অভিযোগ তুলেছেন তাঁকে প্রেমের জালে ফাঁসিয়ে দু'কোটি টাকা, হিরের আংটি, সোনার হার এবং একটি বিলাসবহুল গাড়ি নিয়েছেন ডিএসপি কল্পনা। যদিও সেই দাবি এবং অভিযোগ অস্বীকার করেছেন ডিএসপি। দু'জনের সম্পর্কের এই টানাপড়েনের মাঝে বেশ কয়েকটি হোয়াটঅ্যাপ চ্যাট প্রকাশ্যে চলে এসেছে (যদিও তার সত্যতা যাচাই করেনি আনন্দবাজার ডট কম)।

হোয়াটঅ্যাপ চ্যাট এ রকম

''তোমাকে বার বার বারণ করেছিলাম। আমি অফিসার্স মেসে থাকি।

কেউ দেখে নেবে। বিশ্বাস বলে কি কোনও বস্তু নেই তোমার মধ্যে?

আমাকে কি ফাঁসানোর ইচ্ছা আছে তোমার? বিট্টু দেখে নিয়েছে।

বাবাও বলছিল, রাতে এত ভিডিয়ো কলে কার সঙ্গে কথা বলিস?

কেন তুমি ফোন করো না? স্বপ্নে শুধু তোমাকেই দেখি।"

বিভিন্ন সূত্রে দাবি করা হচ্ছে, এটি ব্যবসায়ী টন্ডনকে লেখা ডিএসপি কল্পনার হোয়াটঅ্যাপ মেসেজ। সম্পর্কে ফাটল ধরতেই সেই চ্যাট টন্ডন প্রকাশ্যে এনেছেন বলেও বিভিন্ন সংবাদমাধ্যমে দাবি করা হয়েছে। যখন এই হোয়াটঅ্যাপ মেসেজ নিয়ে চতুর্দিকে আলোচনা চলছে, ডিএসপি কল্পনা দাবি করেছেন, এটি সম্পূর্ণ ভুয়ো। তাঁর হোয়াটঅ্যাপ মেসেজ নয়। যে বা যাঁরা এই কাজ করেছেন, তাঁদের বিরুদ্ধে আইনানুগ ব্যবস্থা নেবেন তিনি।

আরও একটি হোয়াটঅ্যাপ চ্যাটে লেখা

স্ত্রীকে ডিভোর্স দিয়ে দেব?...

দিয়ে দাও

সত্যি বলছি, ডিভোর্স দিয়ে দেব

দিয়ে দাও, দিয়ে দাও। তবে আমার নাম যেন কোনও ভাবেই প্রকাশ্যে না আসে।

আরও একটি মেসেজে লেখা শুধু তোমারই অভাব বোধ করছি। টাকা তো আসবে-যাবে।

উত্তর আসে আমি তো রয়েইছি। সারাজীবন তোমার সঙ্গে থাকব।

বিভিন্ন সূত্রের দাবি, এই হোয়াটঅ্যাপ চ্যাট টন্ডনের স্ত্রী বরখার হাতে আসে। আর সেখান থেকেই স্বামী দীপকের বিবাহবহির্ভূত সম্পর্কের কথা জানতে পারেন। আর তার পরই শুরু হয় অশান্তি। আর তার পর থেকেই দীপকের সঙ্গে দূরত্ব বাড়াতে শুরু করেন ডিএসপি। পুলিশে অভিযোগ দায়ের করেন যে, ডিএসপি তাঁকে প্রেমের জালে ফাঁসিয়ে দু'কোটি টাকা, হিরের আংটি, সোনার হার, গাড়ি হাতিয়ে নিয়েছেন। শুধু তা-ই নয়, তাঁদের দু'জনের হোয়াটঅ্যাপ চ্যাটের স্ক্রিনশটও প্রমাণ হিসাবে তুলে দিয়েছেন। কী ভাবে দু'জনের আলাপ, ঘনিষ্ঠতা এবং প্রেমের সম্পর্ক গড়ে ওঠে?

সূত্র মারফত জানা গিয়েছে, ছত্তীসগঢ়ের মহাসমুন্দে প্রথম পোস্টিং হয় ডিএসপি কল্পনার। সাল ২০২১। সেই সময় কয়েক জন বন্ধুকে নিয়ে হোটেল ব্যবসায়ী দীপকের হোটেলে ওঠেন। দীপকের সঙ্গে কল্পনার এক বন্ধুর আলাপ ছিল। তাঁর সূত্র ধরেই দীপকের সঙ্গে কল্পনার পরিচয়। দু'জনের মধ্যে ফোন নম্বরও আদানপ্রদান হয়। পরিচয়ের কয়েক দিন পরই দীপককে ফোন করেন কল্পনা। তাঁদের মধ্যে ঘনিষ্ঠতা বাড়ে। দেখা-সাক্ষাৎও শুরু হয়। সেই থেকে দু'জনের প্রেমের সম্পর্কের সূত্রপাত। পরবর্তী কালে রায়পুরে বদলি হয়ে আসেন কল্পনা। ফলে দীপক এবং কল্পনার মধ্যে আরও ঘনিষ্ঠতা বাড়ে। দীপকের বাড়িতে যাতায়াতও শুরু হয় কল্পনার।

'গোল্ড কার্ড' ভিসা চালু করলেন ট্রাম্প, গ্রিন কার্ডের চেয়ে বেশি সুবিধা মিলবে, কত টাকা খরচ করতে হবে আবেদনকারীকে?

আমেরিকায় স্থায়ী ভাবে বসবাস করতে ইচ্ছুক ব্যক্তিরা এ বার থেকে 'ট্রাম্প গোল্ড কার্ড' বা 'গোল্ড কার্ড' ভিসার জন্য আবেদন করতে পারবেন। এই ভিসার কথা ঘোষণা করা হয়েছিল আগেই। গত সেপ্টেম্বরে এই সংক্রান্ত নির্দেশনামায় স্বাক্ষর করেছিলেন মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প। বুধবার ওই ভিসা কার্যকর করল মার্কিন প্রশাসন। বুধবার থেকে গোল্ড কার্ড ভিসার জন্য আবেদন করা যাচ্ছে।'গোল্ড কার্ড' ভিসার সূচনা করে ট্রাম্প বলেন, "দেশ এবং আমার জন্য দারুণ উত্তেজক একটা মুহূর্ত এটা। কারণ, আমরা ট্রাম্প গোল্ড কার্ডের সূচনা করলাম। সাইট (গোল্ড কার্ড ভিসার আবেদন করার জন্য ওয়েবসাইট) ৩০ মিনিটের জন্য চালু হয়ে যাচ্ছে।" ট্রাম্প জানান, 'গোল্ড কার্ড' এত দিন ধরে চালু থাকা গ্রিন কার্ড ভিসার মতোই। তবে 'গোল্ড কার্ডে' আরও অনেক অতিরিক্ত সুবিধা পাওয়া যাবে বলে জানান তিনি। তবে তার জন্য আবেদনকারীদের গুনতে হবে ১০ লক্ষ মার্কিন ডলার (ভারতীয় মুদ্রায় ৮ কোটি ৮০ লক্ষ টাকারও বেশি)।

ট্রাম্প জানিয়েছেন, কোনও কর্মীর দ্রুত ভিসা পাওয়ার বিষয়টি নিশ্চিত করতে মার্কিন সংস্থাগুলিও ২০ লক্ষ ডলার (ভারতীয় মুদ্রায় ১৭ কোটি ৬১ লক্ষ টাকার বেশি) খরচ করতে পারে। 'গোল্ড কার্ড' ভিসার জন্য আবেদন করতে হলে প্রথমে আবেদনকারীকে ১৫ হাজার ডলার (ভারতীয় মুদ্রায় ১৩ লক্ষ ৪৮ হাজার ৪৯৯ টাকা) 'প্রসেসিং ফি' বাবদ জমা দিতে হবে। আমেরিকার অভ্যন্তরীণ নিরাপত্তার দায়িত্বপ্রাপ্ত 'হোমল্যান্ড সিকিয়োরিটি' দফতরকে দেওয়া এই টাকা ফেরতযোগ্য নয়।'প্রসেসিং ফি' দেওয়ার পর আবেদনকারীর নথিপত্র যাচাই করা হবে। যাচাইপ্রক্রিয়া শেষ হলে আবেদনকারীকে ১০ লক্ষ ডলার 'উপহারস্বরূপ' মার্কিন কোষাগারে জমা করতে হবে। হোয়াইট হাউসের ব্যাখ্যা, আবেদনকারী যে আদতে আমেরিকার উপকারই করবেন, ওই 'উপহার'ই তার প্রমাণ হিসাবে গণ্য হবে। 'গোল্ড কার্ড' ভিসার ওয়েবসাইট

জানাচ্ছে, বিশেষ পরিস্থিতিতে আবেদনকারীদের অতিরিক্ত ফি জমা দিতে হতে পারে। তবে এই বিষয়ে সবিস্তার কিছু জানানো হয়নি।এত দিন আমেরিকায় বসবাস করার জন্য অ-অভিবাসীরা 'গ্রিন কার্ড'-এর জন্য আবেদন করতে পারতেন। গ্রিন কার্ডের সঙ্গে 'গোল্ড কার্ড'-এর কী ফারাক, আগেই তারও ব্যাখ্যা দিয়েছিলেন আমেরিকার বাণিজ্যসচিব হাওয়ার্ড লুটনিক। তিনি জানিয়েছিলেন, 'গোল্ড কার্ড' ভিসা প্রকল্প তৈরিই করা হয়েছে বিদেশের এমন কিছু দুর্দান্ত মেধাসম্পন্ন মানুষের জন্য, যাঁরা আমেরিকায় নতুন কাজ এবং বাণিজ্যের পরিসর তৈরি করবেন।

ওড়িষ্যার মালকানগিরিতে বাঙালি বসতিতে হামলা নিয়ে আমরা বাঙালির তীব্র প্রতিবাদ

খবরে প্রতিবাদ, ১২ ডিসেম্বর ।। ওড়িষ্যা রাজ্যের মালকানগিরি জেলার বালীরিগাঁওয়ে সম্প্রতি সংঘটিত হামলার ঘটনায় অঞ্চলে চরম উত্তেজনা ছড়িয়েছে। বছরের শুরু থেকেই ওড়িষ্যাসহ দেশের বিভিন্ন রাজ্যে 'অনুপ্রবেশ' ইস্যুকে কেন্দ্র করে বাঙালি সম্প্রদায়ের ওপর আক্রমণ বাড়ছে বলে অভিযোগ উঠলেও, বালীরিগাঁওয়ের সাম্প্রতিক ঘটনা পরিস্থিতিকে আরও জটিল করে তুলেছে। বৈধ কাগজপত্রধারী, ভূমিপুত্র এবং স্বাধীনতা আন্দোলনের অবদানকারী হওয়া সত্ত্বেও বাঙালিরা ধারাবাহিকভাবে হামলা-নির্যাতনের শিকার হচ্ছেন বলে দাবি সংশ্লিষ্ট মহলের। এর প্রতিবাদে সরব হয়েছে আমরা বাঙালি রাজ্য কমিটি।আমরা বাঙালির সচিব গৌরাঙ্গ রুদ্র পাল সাংবাদিকদের জানান, ৭ ডিসেম্বর রাতে আদিবাসী সম্প্রদায়ের একদল লোক আকস্মিক হামলা চালায় বালীরিগাঁও এলাকায়। তাঁর দাবি অনুযায়ী, ওই হামলায় শতাধিক বাঙালি পরিবারের ঘরবাড়ি পুড়িয়ে দেওয়া হয় এবং কোটি টাকার সম্পত্তি ধ্বংস হয়ে যায়। লুটপাট ও তাণ্ডব চলে সারারাত। আরও অভিযোগ, পরদিন ৮ ডিসেম্বর পুলিশের উপস্থিতিতেই আবার অগ্নিসংযোগ ও লুটপাটের ঘটনা ঘটে, কিন্তু পুলিশ কার্যত নীরব ভূমিকা পালন করে। গৌরাঙ্গ রুদ্র পাল আরও দাবি করেন, ওড়িষ্যায় বিজেপি সরকার ক্ষমতায় আসার পর থেকেই বাঙালি সম্প্রদায়ের ওপর আক্রমণের হার বেড়েছে। একইসঙ্গে ৮ ডিসেম্বর বিধানসভায় চিত্রাকোন্ডার কংগ্রেস বিধায়ক মংগুথিলোর বাঙালিবিরোধী মন্তব্য পরিস্থিতিকে আরও উত্তপ্ত করেছে বলে অভিযোগ তোলা হয়। ঐতিহাসিক তথ্য উল্লেখ করে তিনি জানান, ধর্মীয় সংখ্যালঘু বাঙালিরা ১৯৬৪ সালে মালকানগিরির বিভিন্ন এলাকায় বসতি স্থাপন করেন। পশ্চিমবঙ্গের লাগোয়া ময়ূরগঞ্জ, কেওড়গঞ্জসহ যে অঞ্চলগুলি একসময় বৃহত্তর বাংলার অংশ ছিল, সেই অঞ্চলেও যুগ যুগ ধরে বাঙালির বসবাসের প্রমাণ রয়েছে। তাই নিজেদের ভূমিপুত্র দাবি করছেন স্থানীয় বাঙালিরা। মালকানগিরির এই নতুন হামলার ঘটনায় আমরা বাঙালি ত্রিপুরা রাজ্য কমিটি তীব্র প্রতিবাদ জানিয়েছে। দলের পক্ষ থেকে তিন দফা দাবি উত্থাপন করা হয়েছে১. হামলায় জড়িত সকল অভিযুক্তকে অবিলম্বে গ্রেপ্তার করে দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি।
২. ক্ষতিগ্রস্ত বাঙালি পরিবারগুলোর পূর্ণ ক্ষতিপূরণ, নিরাপত্তা নিশ্চিত করা এবং পুনর্বাসনের ব্যবস্থা।
৩. বাঙালিদের ভাষা, কৃষ্টি-সংস্কৃতি ও সাংবিধানিক অধিকার রক্ষায় সংবিধানের ৩ নং ধারা অনুযায়ী স্বয়ংসম্পূর্ণ সামাজিক—অর্থনৈতিক অঞ্চল গঠন। ক্রমবর্ধমান উত্তেজনার মধ্যে স্থানীয় প্রশাসনের ভূমিকা নিয়ে প্রশ্ন উঠছে, আর পরিস্থিতি স্বাভাবিক করতে দ্রুত উদ্যোগ নেওয়ার দাবি জানাচ্ছে বাঙালি সম্প্রদায়। মালকানগিরির বালীরিগাঁওয়ে সাম্প্রতিক হামলার ঘটনা শুধু স্থানীয় বাঙালি সম্প্রদায় নয়, বরং সমগ্র অঞ্চলের শান্তি-শৃঙ্খলার ওপর এক গভীর প্রশ্নচিহ্ন তৈরি করেছে। বৈধ অধিকার ও দীর্ঘদিনের বসবাস সত্ত্বেও বাঙালিদের ওপর ধারাবাহিক আক্রমণ উদ্বেগজনক। পুলিশ প্রশাসনের নিষ্ক্রিয়তার অভিযোগ পরিস্থিতিকে আরও জটিল করে তুলেছে, যা দ্রুত তদন্ত ও জবাবদিহি নিশ্চিত করা জরুরি করে তুলেছে।ক্ষতিগ্রস্ত পরিবারগুলো বর্তমানে নিরাপত্তাহীনতা ও পুনর্বাসন সংকটে ভুগছে। তাই তাদের ক্ষতিপূরণ, সুরক্ষা ও পুনর্বাসনের দাবিগুলো মানবিক দৃষ্টিকোণ থেকে অবিলম্বে বিবেচনা করা প্রয়োজন। একইসঙ্গে বিভিন্ন সম্প্রদায়ের মাঝে শান্তি স্থাপন, ভুল তথ্য ও বিদ্বেষমূলক প্রচার রোধ এবং সাংবিধানিক অধিকার রক্ষায় প্রশাসন ও রাজনৈতিক নেতৃত্বের সক্রিয় ভূমিকা এখন সময়ের দাবিতে পরিণত হয়েছে।

পরকীয়ার বিষক্রিয়ায় শ্বাসরুদ্ধ সুস্থ সমাজ ব্যবস্থা

খবরে প্রতিবাদ, ১২ ডিসেম্বর ।। ২ *বামুটিয়া পুলিশ ফাঁড়ির অন্তর্গত খলাবাড়ি এলাকায় স্বামী-সন্তান ফেলে*

আবারও নিখোঁজ হলেন সঙ্গীতা ভীল নামে এক গৃহবধূ। কয়েকদিন ধরে কোনো খোঁজ না পাওয়ায় তার স্বামী স্থানীয়পুলিশ ফাঁড়িতে অভিযোগ দায়ের করেন। সংবাদমাধ্যমের মুখোমুখি হয়ে তিনি জানান, অতীতে ব্যক্তিগত কলহের কারণে সঙ্গীতা বাড়ি ছেড়ে চলে গিয়েছিলেন ঠিকই, তবে তখন যোগাযোগ রাখা যেত। কিন্তু এবার কোনো দিক থেকেই তার সন্ধান মিলছে না, যা নিয়ে স্বামীসহ দুই সন্তান চরম উদ্বেগে রয়েছে। তবে গৃহবধূ নিখোঁজের ঘটনা রাজ্যে আশঙ্কাজনকভাবে বেড়ে উঠছে। অনেক ক্ষেত্রেই এ ধরনের ঘটনার নেপথ্যে পারিবারিক অশান্তি, স্বামী-স্ত্রীর বিশ্বাসঘাতকতা এবং পরকীয়ার মতো সামাজিক ব্যাধি বড়ো ভূমিকা রাখছে। সমাজবিজ্ঞানীরা মনে করছেন, আধুনিক যোগাযোগব্যবস্থা যেমন মানুষের জীবন সহজ করেছে, তেমনি সম্পর্কের ভাঙনও বাড়িয়ে তুলেছে। অল্পতেই মানসিক দূরত্ব সৃষ্টি হওয়া, পরস্পরের প্রতি অবিশ্বাস ও আবেগ নিয়ন্ত্রণে ব্যর্থতা মানুষকে ভুল পথে নিয়ে যাচ্ছে। খলাবাড়ির এই ঘটনাটি নিয়েও এলাকায় নানা জল্পনা দেখা দিয়েছে। প্রতিবেশীদের দাবি, সংসারে অশান্তি থাকার কারণে সঙ্গীতার মধ্যে মানসিক অস্থিরতা ছিল। তবে নিখোঁজ হওয়ার পেছনে পরকীয়ার সম্ভাবনাকেও উড়িয়ে দিচ্ছে না স্থানীয়রা। বর্তমান সময়ে এ ধরনের সম্পর্কের জটিলতা বহু পরিবারকে বিপর্যস্ত করছেস্বামী-স্ত্রীর বন্ধন দুর্বল হয়ে পড়ছে, সন্তানরা মানসিক নিরাপত্তাহীনতায় ভুগছে, আর সমাজে অবিশ্বাস ও হতাশা বাড়ছে। বিশেষজ্ঞদের মতে, পরকীয়ার মতো বিষয় পরিবারকে শুধু ভেঙে দেয় না, বরং সামাজিক কাঠামোকেও ক্ষতিগ্রস্ত করে। পরিবারের ভাঙন থেকে জন্ম নেয় অসংখ্য মানসিক সমস্যা, যা পরবর্তী প্রজন্মকেও প্রভাবিত করে। তাই সম্পর্ক রক্ষায় পারস্পরিক আস্থা, খোলামেলা কথা বলা এবং মানসিক সহায়তার গুরুত্ব এখন আগের যেকোনো সময়ের চেয়ে অনেক বেশি।এদিকে সঙ্গীতা ভীলের সন্ধানে পুলিশ তৎপর হয়েছে। পরিবার ও এলাকাবাসীর আশাকরতই রহস্যের জট খুলবে এবং তিনি সুস্থভাবে পরিবারের কাছে ফিরে আসবেন।

বিলোনিয়া বিকেআই মাঠে নেশামুক্ত ফুটবল টুর্নামেন্টের উদ্বোধনী অনুষ্ঠান

খবরে প্রতিবাদ, ১২ ডিসেম্বর ।। নেশামুক্ত ভারত,নেশামুক্ত ত্রিপুরা এই অভিযান কে সামনে রেখে দক্ষিণ জেলা জেলা প্রশাসনের উদ্যোগে বিলোনিয়াতে দক্ষিণ জেলা ভিত্তিক ফুটবল টুর্নামেন্টের তৃতীয় বর্ষের উদ্বোধন হলো বৃহস্পতিবার দুপুরে।বিলোনিয়া বিকেআই সিন্থেটিক মাঠে দক্ষিন জেলা নেশামুক্ত ফুটবল টুর্নামেন্টের শুভ উদ্বোদন হয় রাজ্যের ক্রীড়া ও যুব কল্যাণ দপ্তরের মন্ত্রী টিঙ্কু রায়ের হাত ধরে।
উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে এছাড়া ছিলেন রাজ্যের মন্ত্রী শুক্লা চরন নোয়াতিয়া, জেলা পরিষদের সভাধিপতি,জেলা শাসক মোহাম্মদ সাজাদ পি,দক্ষিণ জেলার পুলিশ সুপার মৌর্য কৃষ্ণ সি,বিধায়কগন সহ অন্যান্য অতিথিরা। এদিন মন্ত্রী টিঙ্কু রায় বেলুন উড়িয়ে দক্ষিণ জেলা নেশামুক্ত ফুটবল টুর্নামেন্টের উদ্বোধন করেন। স্বাগত ভাষন রাখেন জেলা শাসক মোহাম্মদ সাজাদ পি। এই টুর্নামেন্ট এক মাস ব্যাপী চলবে। মোট ১২ টি দল অংশগ্রহণ করবে। মন্ত্রী টিংকু রায় বলেন দেশের প্রধানমন্ত্রী চাইছেন নেশা মুক্ত ভারত গরে তুলতে। সেই দিশাতে কাজ করে যাচ্ছে সরকার। শুধু মাত্র সরকার করলে হবে না সবাইকে এগিয়ে আসতে হবে। শিক্ষা ও খেলা এ দুটোকে নিয়ে খুব গুরুত্ব সহকারে কাজ করছে সরকার। কারন নেশা মুক্ত সমাজ নির্মান করা ও সমাজ কে এগিয়ে নিয়ে যেতে একে অপরের পরিপূরক। খেলা ধূলা করলেই শরীর স্বাস্থ্য যেমন ভালো থাকে তেমনি খেলাধূলা করে নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করা য়ায়। তাই বর্তমান সরকার শিক্ষা,খেলা দুটি বিষয়ের উপর গুরুত্ব দিয়ে কি কি কাজ করে চলছে সে বিষয়ে মন্ত্রী টিংকু রায় ওনার আলোচনার মধ্যে বিস্তারিত বলেন। আলোচনা শেষে শুরু হয় ফুটবল টুর্নামেন্ট। মন্ত্রী টিংকু রায় গোলবারে বল কিকের মধ্য দিয়ে উদ্বোধনী ম্যাচের সুচনা করেন। উদ্বোধনী ম্যাচ অনুষ্ঠিত হয় ভারত চন্দ্র নগর ব্লকের ফুটবল টিম বনাম বিলোনিয়া পুরপরিষদের ফুটবল টিমের মধ্যে। খেলা শেষে বিলোনিয়া পুরপরিষদ ২-১ গোলে জয় লাভ করে। আজকের এই উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে বিভিন্ন বিদ্যালয় থেকে আগত ছাত্র-ছাত্রী ও অভিভাবক অভিভাবিকাদের উপস্থিতির হার ছিল বেশ লক্ষণীয়।

লামডিং রেল স্টেশন থেকে নিখোঁজ কৈলাসহরের এক ব্যক্তি

খবরে প্রতিবাদ, ১২ ডিসেম্বর ।। *নারায়ন দাস নামে কৈলাসহর পুরপরিষদের অধীনে বাধেরপার ১৪ নং ওয়ার্ড এলাকার এক ব্যক্তি লামডিং রেলস্টেশন থেকে নিখোঁজ হয়ে যায়। ঘটনার বিবরণে জানা যায় নারায়ন দাস নামে ওই ব্যক্তি বিগত কিছুদিন পূর্বে উনার পরিবারের লোকেদের নিয়ে গুহাটিতে বেড়াতে গিয়েছিলেন, গতকাল ট্রেনে করে উনারা বাড়িতে ফিরছিলেন।*
কিন্তু লামডিং রেল স্টেশন আসার পর হঠাৎ করে তিনি ট্রেন থেকে নেমে যান এরপর থেকে তাকে আর খুঁজে পাওয়া যাচ্ছে না। অনেক খোঁজাখুঁজি করার পরও উনার কোন হদিস পাওয়া যায়নি। পরিবার সূত্রে জানা যায়, উনার সাথে কোন মোবাইল নেই। এরপর হতাশ হয়ে উনার পরিবারের লোকেরা বাড়িতে চলে আসেন উক্ত বিষয় নিয়ে কৈলাসহর থানায় গিয়ে দারস্ত হয় নারায়ন দাসের স্ত্রী ভাবনা দাস এবং উনার ছেলে দয়াময় দাস।
কৈলাসহর থানার পুলিশ তাদেরকে নির্দেশ দেয় লামডিং থানাতে গিয়ে যোগাযোগ করার জন্য। নিখোঁজ ব্যক্তিকে খুঁজে পেতে উনারা লামডিং থানায় যাবেন বলে জানা যায়। বর্তমানে উনাকে খুঁজে না পেয়ে একপ্রকার ভেঙে পড়েছেন পরিবারের লোকেরা।

কাঞ্চনপুর—জম্পুই জাতীয় সড়কে ভয়াবহ দুর্ঘটনা, মৃত্যু দুই যুবকের

খবরে প্রতিবাদ, ১২ ডিসেম্বর ।। *কাঞ্চনপুর—জম্পুই জাতীয় সড়কে ঘটে গেল মর্মান্তিক সড়ক দুর্ঘটনা। বাইকের নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে পড়ায় দুই যুবকের মর্মান্তিক মৃত্যু হয়েছে।স্থানীয় সূত্রে জানা গেছে, একটি মোটরবাইকে সওয়ার হয়ে তিনজন জম্পুই পাহাড় থেকে কাঞ্চনপুরের দিকে আসছিলেন। পথে হঠাৎ বাইকের নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে পড়ে তারা দুর্ঘটনার কবলে। দুর্ঘটনার তীব্রতায় ঘটনাস্থলেই দুইজনের মৃত্যু হয়। অপর একজন আহত হয়েছেন বলে প্রাথমিকভাবে জানা গেছে। স্থানীয় বাসিন্দারা আহত ব্যক্তিকে উদ্ধার করে হাসপাতালে পাঠান।*
পুলিশ ঘটনাস্থলে পৌঁছে তদন্ত শুরু করেছে এবং দুর্ঘটনার সঠিক কারণ খতিয়ে দেখা হচ্ছে।

মাছের মৃত্যু, পরিযায়ী পাখির অনুপস্থিতি: বিপন্ন এমবিবি কলেজটিলা লেইক

খবরে প্রতিবাদ, ১২ ডিসেম্বর ।। আগরতলার এমবিবি কলেজটিলা লেইকের পরিবেশগত পরিস্থিতি ক্রমেই খারাপের দিকে যাচ্ছে। লেইকের জল মারাত্মকভাবে দূষিত হয়ে পড়ায় সেখানে মাছের মৃত্যু ঘটছে ধারাবাহিকভাবে। একসময় শীতের মরশুমে পরিযায়ী পাখিদের অন্যতম আশ্রয়স্থল ছিল এই লেইক। কিন্তু এ বছর এখনো পর্যন্ত একটিও পরিযায়ী পাখি দেখা যায়নি, যা পরিবেশবিদ এবং স্থানীয়দের মধ্যে তীব্র উদ্বেগ সৃষ্টি করেছে।
বহুদিন ধরে এই লেইকের জীববৈচিত্র্য বিনষ্ট হওয়ার অভিযোগ তুলছিল ত্রিপুরা মানবাধিকার কমিশন। তাদের অভিযোগ ছিল,একটি প্রাকৃতিক জলাভূমি এবং ঘোষিত জীববৈচিত্র্য সংবেদনশীল অঞ্চল হিসেবে পরিচিত কলেজ টিলা লেইকটি কংক্রিটের কাঠামো, কৃত্রিম সেতু এবং আলোকসজ্জার কারণে অপরিবর্তনীয় পরিবেশগত ক্ষতির সম্মুখীন হচ্ছে। ঐতিহাসিকভাবে ত্রিপুরার মহারাজা কর্তৃক দান করা এই লেইকটি ২৮টিরও বেশি পরিযায়ী পাখির প্রজাতি এবং বাদুড়দের আশ্রয় দেয় এবং ভূগর্ভস্থ জল পুনর্ভরণ, জলবায়ু নিয়ন্ত্রণ ও শহুরে জীববৈচিত্র্যে একটি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। কিন্তু এই লেইকটির পারে পার্ক গড়ে ওঠার ফলে সম্পূর্ণ বিনষ্ট হয়ে পড়েছে তার স্বাভাবিক ভারসাম্য। পরিযায়ী পাখিরা আসছে না বললেই চলে। পাশাপাশি লেইকের জলেরও দ্রুত অবনতি ঘটছে।শীতের মৌসুম যত এগিয়ে এসেছে ততই এই অভিযোগের সত্যতা লক্ষ্য করা যাচ্ছে। কয়েকটি শীতকাল আগেও যখন একাধিক পরিযায়ী পাখির ডাকে মোহিত হতো এই এলাকা, দূরদূরান্ত থেকে এই পরিযায়ী পাখিদের দেখতে ভিড় জমাতেন শহর সহ আশপাশ বিভিন্ন এলাকার জনগণ। কিন্তু আজ সেখানে এক অন্য দৃশ্য লক্ষ্য করা যাচ্ছে। দূষিত জলের ফলে মরছে মাছ। মৃত মাছ ভেসে উঠছে জলে। শহরের কোলাহলেও এক আলাদা শান্তির নীড় ছিল এই লেইক। কিন্তু বর্তমানে এই লেইক তার গৌরব হারিয়েছে বলেই দাবি স্থানীয়দের।স্থানীয় বাসিন্দাদের অভিযোগ, লেইকের রক্ষণাবেক্ষণের তেমন কোনো ব্যবস্থা নেই। আশপাশের আবর্জনা, নোংরা জল ও বর্জ্য পদার্থের প্রবাহ বন্ধ না হওয়ায় লেকের জলমান দ্রুত নষ্ট হচ্ছে। এর ফলে অক্সিজেনের ঘাটতি তৈরি হওয়ায় মাছের মৃত্যু প্রতিদিনই বাড়ছে। এর ফলে লেইকের চারপাশে দুর্গন্ধ সৃষ্টি হচ্ছে, যা গোটা পরিবেশটিকে আরো দূষিত করছে।
লেক সংলগ্ন শিবনগর এলাকার স্থানীয় বাসিন্দারা জানান, গত কয়েক বছরে লেকের পরিবেশ উল্লেখযোগ্যভাবে বদলে গেছে। দূষণের মাত্রা এতটাই বেড়েছে যে পরিযায়ী পাখিরা আর এখানে নামতে সাহস পাচ্ছে না।

শাসকদলের ভেতরে সিপিএমের এজেন্টরা ঢুকে আছে, তারা তিপরা মথাকে শেষ করতে চাইছে: প্রদ্যোত

খবরে প্রতিবাদ, ১২ ডিসেম্বর ।। শাসক দলের ভেতরে সিপিএমের এজেন্টরা ঢুকে আছে, তারা তিপরা মথাকে শেষ করতে চাইছে। কিন্তু তিপরা মথাকে ধ্বংস করা সহজ নয়, তিপ্রাসাদের সমর্থন রয়েছে আমাদের সঙ্গে। আজ সন্ধ্যায় নিজের সামাজিক মাধ্যমে ভিডিও বার্তায় এমনটাই অভিযোগ করলেন প্রদ্যোত কিশোর দেববর্মন। তিনি বলেন, বিজেপির জনজাতি নেতারা সিপিএমের বিরুদ্ধে কথা বলেন না। সিপিএমকে শেষ করার বদলে তারা বলেন, তিপরা মথাকে জানুয়ারির মধ্যে শেষ করে দেওয়া হবে। তারা কমিউনিস্টদের বিরুদ্ধে কোনো কথা না বলে, নিজের শরিক দলকে শেষ করে দিতে চাইছে। ফলে, তারা আদৌ বিজেপির দলের নেতা, নাকি সিপিএমের এজেন্ট? সংশয় প্রকাশ করেন প্রদ্যোত। তাঁর কথায়, বিজেপি বিভিন্ন সভা থেকে প্রদ্যোতের বিরুদ্ধে আওয়াজ তোলেন। তিপরা মথার বিরুদ্ধে কথা বলেন। কিন্তু জনজাতিদের উন্নয়নে, এডিসির উন্নয়নে তাদের কোন ভূমিকা নেই বলে দাবি করেন তিনি। প্রদ্যোত কিশোর, আরো অভিযোগ করেন, কমিউনিস্টরাই বিজেপিতে প্রবেশ করেছে। ফলে তারাই দলের অন্দরে এজেন্ট — র কাজ করছে। রাজনীতিকে তারা ব্যবসায় পরিণত করেছে। টিকিটের নামে আর্থিক স্বার্থ লাভালাভের চেষ্টাতেই এই কাজ করছে বলে দাবি তাঁর। এদিন ফেসবুক লাইভে তিনি ফের একবার তিপ্রাসাদের অক্সিজেন দিলেন। বিভিন্ন জনজাতি এলাকাগুলিতে দলীয় নেতৃত্বদের পৌঁছে তিপ্রাসা জনগণের খোঁজখবর নেওয়ার নির্দেশ দিলেন। পাশাপাশি আগামী কিছুদিনের মধ্যেই গোটা রাজ্যে যাওয়ার ঘোষণা দিলেন তিনি। উত্তর থেকে দক্ষিণ-পূর্ব থেকে পশ্চিম প্রত্যেকটি জেলাতেই তিনি যাবেন বলে জানিয়েছেন এদিন। পাশাপাশি ২০২৬ সালের ফেব্রুয়ারিতে রাজ্যে অনুষ্ঠিত হতে যাওয়া বোর্ড পরীক্ষায় জনজাতি ছাত্র-ছাত্রীদের রোমান হরফে লেখার অধিকার দেওয়ার দাবিতে আন্দোলনে নামার হুশিয়ারি দিয়েছেন তিনি। সকল শাখা সংগঠনকে ঐক্যবদ্ধভাবে রোমান হরফে পরীক্ষায় লেখার অধিকারের দাবিতে আন্দোলন সংঘটিত করা হবে বলে জানিয়েছেন তিনি। প্রত্যেক তিপ্রাসাদের দলমতের ঊর্ধে এসে, রাজনীতির ঊর্ধে এসে ভবিষ্যতের জন্য এই আন্দোলনে শামিল হওয়ার আহ্বান জানিয়েছেন তিনি।

পৌর নিগমের আধুনিক যন্ত্রে ত্বরান্বিত হবে শহর পরিষ্কার প্রকল্প

খবরে প্রতিবাদ, ১২ ডিসেম্বর ।। আগরতলার অলি-গলিতে আবর্জনা পরিষ্কারের কাজকে আরও গতিশীল করতে বড় পদক্ষেপ নিল আগরতলা পুর নিগম। বৃহস্পতিবার এক সংক্ষিপ্ত অনুষ্ঠানে মোট সাতটি নতুন অটো হপার এবং তিন সেট মিনি সুপার সাকার-এর উদ্বোধন করেন শহরের মেয়র দীপক মজুমদার। তাঁর সঙ্গে উপস্থিত ছিলেন পুর নিগমের একাধিক কর্পোরেটর ও আধিকারিকরা। মেয়র জানান, ২০২২ সাল থেকে 'স্বচ্ছ আগরতলা, সুস্থ আগরতলা' প্রকল্পের মাধ্যমে শহরকে আরও পরিচ্ছন্ন, স্বাস্থ্যসম্মত ও আধুনিক করে তোলার কাজে পৌর নিগম নিরন্তর প্রচেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে। সেই উদ্যোগেরই অংশ হিসেবে রাজ্য সরকারের আর্থিক সহায়তায় অত্যাধুনিক পরিষ্কারকরণ যন্ত্র কেনা হয়েছে। সাতটি নতুন অটো হপার সংগ্রহে ব্যয় হয়েছে ৩৯ লক্ষ ২০ হাজার টাকা, আর তিন সেট মিনি সুপার সাকার কিনতে খরচ হয়েছে প্রায় ২ কোটি ৮৮ লক্ষ টাকা। তিনি বলেন, শহরের হোটেল, রেঁস্তোরা ও ফাস্ট ফুড স্টল থেকে উৎপন্ন বর্জ্য আলাদাভাবে সংগ্রহ করে দেবেন্দ্র চন্দ্র নগর প্রসেসিং সেন্টারে পাঠানো হবে। নতুন সাতটি অটো

হপার সেন্ট্রাল জোনের স্যানিটারি ইন্সপেক্টরের পরিদর্শনে প্রতিদিনের সংগ্রহ ও পরিবহন কাজ সম্পন্ন করবে। মেয়র আরও উল্লেখ করেন, ২০১৮ সাল থেকে রাজ্য সরকারের সার্বিক উন্নয়নমূলক পদক্ষেপের ফলে আগরতলা শহরের পরিকাঠামোয় বড় পরিবর্তন এসেছে। বহুদিনের উন্মুক্ত নিকাশি নালা পর্যায়ক্রমে ঢেকে ফেলা হচ্ছে এবং বন্যা নিয়ন্ত্রণের ড্রেনগুলোর সংস্কারও দ্রুতগতিতে চলছে। নতুন মিনি সুপার সাকার গাড়িগুলো বিশেষ করে সরু লেনের ড্রেন পরিষ্কারে কার্যকর হবে। বর্ষাকালে জলজমা কমানো ও দ্রুত পানি নিষ্কাশনে এই আধুনিক যন্ত্রগুলি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা নেবে বলে পুর নিগমের আশা। পরিষ্কারকাজের জন্য ইতিমধ্যেই এক বিশেষ সংস্থাকে দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে, যা মেকানিক্যাল ডিভিশনের তত্ত্বাবধানে কাজ করবে। এই নতুন উদ্যোগের ফলে শহরবাসী আরও উন্নত, দ্রুত ও দক্ষ বর্জ্য-পরিষেবা পাবেন বলে বিশ্বাস পৌর কর্তৃপক্ষের। আগরতলা শহরকে পরিচ্ছন্ন রাখার লক্ষ্য নিয়ে প্রশাসনের এই প্রচেষ্টা শহর উন্নয়নের আরেকটি বড় পদক্ষেপ হিসেবে দেখা হচ্ছে। আগরতলা শহরের পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতার মান আরও উন্নত করতে যে আধুনিক উদ্যোগ নিয়েছে পৌর নিগম, তা শহরবাসীর দৈনন্দিন জীবনে ইতিবাচক পরিবর্তন আনবে। নতুন অটো হপার ও মিনি সুপার সাকার পরিষেবা শুধু আবর্জনা সংগ্রহ ও ড্রেন পরিষ্কারের গতি বাড়াবে না, বরং বর্ষাকালে জলজমা কমাতেও বিশেষ ভূমিকা রাখবে। রাজ্য সরকারের সহায়তা এবং পুর নিগমের পরিকল্পিত পদক্ষেপ মিলিয়ে আগরতলা স্বচ্ছ ও সুস্থ নগর গঠনের পথে আরও একধাপ এগিয়ে গেল।

বাংলাদেশে জাতীয় সংসদ নির্বাচন ও গণভোট ১২ ফেব্রুয়ারি

ঢাকা, ১১ ডিসেম্বর : বাংলাদেশে ত্রয়োদশ সংসদ নির্বাচন এবং জুলাই সনদ বাস্তবায়নের প্রশ্নে গণভোটের বিজ্ঞপ্তি জারি করেছেন প্রধান নির্বাচন কমিশনার এএমএম নাসির উদ্দিন। আগামী বছর ১২ ফেব্রুয়ারি ভোট হবে। সকাল সাড়ে সাতটা থেকে বিকেল সাড়ে চারটা পর্যন্ত ভোটগ্রহণ শেষে ওইদিনই গণনা শুরু হবে এবং পর্যায়ক্রমে ফলাফল ঘোষণা দেবে নির্বাচন কমিশন।প্রধান নির্বাচন কমিশনার নাসির উদ্দিন বৃহস্পতিবার সন্ধ্যায় জাতির উদ্দেশে দেওয়া ভাষণে তফসিল ঘোষণা দিয়ে বলেন, সংসদ নির্বাচনে মনোনয়নপত্র জমা দেওয়া যাবে ১২ থেকে ২৯ ডিসেম্বর পর্যন্ত, তা বাছাই হবে ৩০ ডিসেম্বর থেকে ৪ জানুয়ারি। মনোনয়নপত্র প্রত্যাহারের শেষ তারিখ ২০ জানুয়ারি। তার তিন সপ্তাহ পর হবে ভোটগ্রহণ।তিনি জানান, প্রার্থিতা প্রত্যাহারের পর ২১ জানুয়ারি প্রতীক বরাদ্দ হবে। সেক্ষেত্রে মনোনয়নপত্র জমার জন্য ১৮ দিন সময় দেওয়া হয়েছে এবং প্রচারের জন্য ২০ দিন সময় রয়েছে। ভোটের ৪৮ ঘণ্টা আগে প্রচার শেষ হবে। এক্ষেত্রে ২২ জানুয়ারি থেকে ১০ ফেব্রুয়ারি সকাল সাড়ে ৭টা পর্যন্ত ভোটের প্রচার চালানোর সুযোগ থাকবে।এদিকে, গতকাল বুধবার ১০ ডিসেম্বর বিকেল ৪টায় নির্বাচন ভবনে বিটিভি ও বাংলাদেশ বেতার প্রধান নির্বাচন কমিশনারের তফসিল ঘোষণার ভাষণ রেকর্ড করেছে। তার আগে দুপুরে প্রধান নির্বাচন কমিশনারের নেতৃত্বে কমিশন রাষ্ট্রপতি মো. সাহাবুদ্দিনের সঙ্গে সৌজন্য সাক্ষাৎ করেছে। সাক্ষাৎকালে তাঁরা নির্বাচন ও গণভোটের সার্বিক প্রস্তুতি সম্পর্কে রাষ্ট্রপতিকে অবহিত করেন। রাষ্ট্রপতি তাতে সন্তোষ প্রকাশ করেছেন। সৌজন্য সাক্ষাৎকালে নির্বাচন কমিশন সচিবালয়ের সিনিয়র সচিব আখতার আহমেদ, রাষ্ট্রপতির কার্যালয়ের সচিব খান মো. নূরুল আমীন এবং রাষ্ট্রপতির সামরিক সচিব মেজর জেনারেল মোহাম্মদ আদিল চৌধুরী উপস্থিত ছিলেন।প্রসঙ্গত, সংসদ নির্বাচনের পাশাপাশি বাংলাদেশের জনগণ গণভোটেও মত দেবেন। অন্তর্বর্তী সরকারের কার্যকালে সমস্ত কার্যক্রমে জনগণের সম্মতি ওই গণভোটে প্রকাশ পাবে। সংসদ নির্বাচনের ব্যালটের সাথে আরও একটি ব্যালট থাকবে, তাতে অন্তর্বর্তী সরকারের সমস্ত কাজের ফিরিস্তি লেখা হবে। সেই নিরিখে জনগণ নিজেদের মতামত জানাবে। এর ভিত্তিতে অন্তর্বর্তী সরকারের কার্যক্রমের আইনি বৈধতা মিলবে।এদিন ভোটারদের উদ্দেশে প্রধান নির্বাচন কমিশনার বলেন, ভোট শুধু আপনার নাগরিক অধিকারই নয়, বরং পবিত্র আমানত ও দায়িত্ব। এই দায়িত্ব সচেতনভাবে আপনারা পালন করবেন বলেই আমার বিশ্বাস। যে কোনো ভয়ভীতি, প্রলোভন, প্রবঞ্চনা এবং সীমাবদ্ধতার ঊর্ধে উঠে নিঃসংকোচে আপনাদের ভোটাধিকার প্রয়োগ করুন। আপনাদের নিরাপদ ও উৎসবমুখর অংশগ্রহণকল্পে সংশ্লিষ্ট সকল প্রতিষ্ঠান ও বাহিনী কাজ করবে, আশ্বস্ত করেন তিনি।সাথে তিনি আহবান রাখেন, ধর্ম, গোত্র, গোষ্ঠী, লিঙ্গ নির্বিশেষে সকলে এই আনন্দ আয়োজনে অংশগ্রহণ করুন। পরিবারের প্রতিবন্ধী, বয়স্ক ও সন্তান সম্ভবা মা সহ সকলকে নিয়ে ভোট দিতে আসুন। তাঁর আশা, আপনাদের সতস্ফূর্ত অংশগ্রহণের মাধ্যমে ভোটের অনুষ্ঠান উৎসবে রূপ নেবে।

সত্ত্বাধিকারী, মুদ্রক, প্রকাশক, সম্পাদক - শ্রী অভিজিৎ দেবনাথ, মুদ্রণ প্রেস রামনগর রোড নং-৪, আগরতলা, পশ্চিম ত্রিপুরা থেকে মুদ্রিত এবং পূর্ব যোগেন্দ্রনগর, দত্তপাড়া, আগরতলা, ত্রিপুরা পশ্চিম থেকে প্রকাশিত।
Printed by Sri. Abhijit Debnath, Owner and Publisher Sri. Abhijit Debnath, **Printed at :** Mudran Press Ramnagar Road No-4, Agartala, Tripura (West), Pin-799002,
Published at : East Jogendranagar, Agartala, Tripura (West), **Editor :** Sri Abhijit Debnath, Mob : 6009513751